পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন, কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২১শ সংখ্যা
১লা চৈত্র ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই মার্চ ১৯৮৫ ইং ॥ ২২শে জমাদিউস সানি ১৪০৫ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ৩৮শ বর্ষ: ১৫ই মার্চ ১৯৮৫ ২১শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা, ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌ: মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : প্রকৃত মায়ারফত ও ইস্তেগফার ইসমত ও শাফায়ত	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* আল্লাহর-দিকে-আহ্বান— সংগঠন ও পদ্ধতি —৪ :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
* ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব :—২	নজীর আহমদ ভুইয়া	২২
* কলেমার প্রেমে (কবিতা) :	মো: আখতারুজ্জামান	২৫
* বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসা উদযাপিত	জনাব এ, কে, রেজাউল করিম	২৬
* সংবাদ : 'পাস্তিানে কলেমা বিধ্বংসী কার্যকলাপ' :		৩০

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন এবং তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি চিঠিতে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সালাম জানাইয়াছেন এবং জামাতের নিরাপত্তা, উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিয়াছেন।

দোওয়ার এলান

আমার পিতা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেব দীর্ঘদিন যাবত বার্দ্ধক্য জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন। তিনি জামাতের যথেষ্ট খেদমত করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ তাহার আশু রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবেন। বিনীত —শামসুর রহমান, সেক্রেটারী মাল, ঢাকা।

কেন্দ্রীয় ওফ্‌দের ঢাকা ত্যাগ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশে রাবওয়া হইতে আগত ওফ্‌দ—১৫ই মার্চ '৮৫ ইং বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমান-বন্দরে বিদায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর, নায়েব আমীর-২, সেক্রেটারী সাহেবান, মুরুব্বী জামাত, নাযেমে আলা বাঃ মঃ আনসারুল্লাহ, ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ এবং অনেক আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল। বিদায়ের পূর্বে সম্মানিত বুজুর্গ মেহমানগণ সকলের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ কোলাকোলী ও করমর্দন করেন, তারপর সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মেহমানগণ ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৮৫ ইং ঢাকায় পেঁৗছিলে তখনও অনুরূপভাবে মোহতারম আমীর সাহেব ও অন্যান্য অনেকে বিমানবন্দরে মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

(আহমদী রিপোর্ট)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১লা চৈত্র ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই মার্চ ১৯৮৫ইং : ১৫ই আমান তবলিগ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা — ৯ম রুকু

৬৭। মুনাফেক পুরুষগণ ও মুনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ; তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎ কাজ করিতে নিষেধ করে, এবং নিজেদের হাতকে আল্লাহর পথে খরচ করা হইতে রুখিয়া রাখে ; তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন ; নিশ্চয় মুনাফেকগণ অবাধ্যচরণকারী।

৬৮। আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদিগকে এবং কাফেরদিগকে জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা দিয়াছেন, তথায় তাহারা বাস করিতে থাকিবে, উহা তাহাদের (পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণের) জন্য যথেষ্ট, এবং আল্লাহ তাহাদিগকে নিজ দরবার হইতে ধিক্কার দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী আযাব আছে।

৬৯। (হে মুনাফেকগণ ! এই আযাব) ঐ সকল লোকের (আযাবের) অনুরূপ হইবে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, তাহারা তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল এবং মাল ও আওলাদে অধিকতর প্রবল ছিল, অতএব তাহারা তাহাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের বরাদ্দ অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিল এবং তোমরা হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন হইয়াছ সেভাবে তাহারা হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন হইয়াছিল ; এই সকল লোকের আমল সমূহ ইহকাল ও পরকালে নষ্ট হইয়াছে, ইহারাই বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীগণের মহাসংবাদ পৌছে নাই, অর্থাৎ নূহ, আদ এবং সামূদ জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদয়ানের অধিবাসীগণের এবং বিধ্বস্ত জনপদবাসীগণের ; তাহাদের নিকট তাহাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল (কিন্তু তাহারা কুফর করিল এবং শাস্তি পাইল), বস্তুতঃ আল্লাহ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।

৭১। মোমেন পুরুষগণ এবং মোমেন নারীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ; তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে ; ইহারা এমন লোক

যাহাদের উপর আল্লাহ নিশ্চয় রহম করিবেন ; নিশ্চয় আল্লাহ মহামহিমান্বিত ও প্রজ্ঞাময়।

৭২। আল্লাহ মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারীগণকে এমন বাগান সমূহের ওয়াদা দিয়াছেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত ; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে; এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও (ওয়াদা করিয়াছেন); অধিকন্তু আল্লাহর সন্তুষ্ট হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ (নেয়ামত যাহা তাহারা প্রদত্ত হইবে), উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা।

১০ম রুকু

৭৩। হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফেকদের সহিত জেহাদ কর, এবং (পূর্ণ আয়োজন করিয়া) তাহাদের উপর কঠোরতা (সহকারে হামলা) কর, বস্তুতঃ তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম, এবং বসবাসের জন্য উহা মন্দ স্থান।

৭৪। তাহারা আল্লাহর নাম লইয়া কসম খায় যে, তাহারা কোন (মন্দ) কথা বলে নাই; অথচ তাহারা কুফরের কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাহারা কুফর করিয়াছে এবং তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে এইরূপ কুমতলব আঁটিয়াছে যাহা তাহারা হাসিল করিতে পারিবে না ; এবং (মুসলমানদের সহিত) তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুল তাহাদিগকে মালদার করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার ফযল দ্বারা, সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু তাহারা যদি পিঠ দেখাইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন ; এবং এই দুনিয়াতে না তাহাদের কোন বন্ধু থাকিবে, না কোন সাহায্যকারী

৭৫। এবং তাহাদের মধ্যে কতক (লোক) এমনও আছে যাহারা আল্লাহর সহিত এই অঙ্গীকার করে যে যদি তিনি আপন ফজল দ্বারা তাহাদিগকে কিছু দেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় সদকা করিব এবং নিশ্চয় আমরা নেককার হইব।

৭৬। অতঃপর যখন তিনি আপন ফজল দ্বারা তাহাদিগকে মাল দিলেন তখন তাহারা উহাতে (সদকা করিতে) কৃপণতা করিল এবং (আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের কথার প্রতি) অবজ্ঞা দেখাইয়া পিঠ ফিরাইয়া লইল।

৭৭। সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে যেহেতু তাহারা আল্লাহর সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিল উহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এই কারণে যে তাহারা মিথ্যা কথা বলিত।

৭৮। তাহারা কি জানিত না যে আল্লাহ নিশ্চয় তাহাদের গুপ্ত পরামর্শও এবং প্রকাশ্য পরামর্শও জানেন, এবং নিশ্চয় আল্লাহ অজ্ঞাত বিষয় সমূহ উত্তম রূপে জানেন।

৭৯। ইহারা (মুনাফেক) ই যাহারা মোমেনদের মধ্য হইতে খুশী মনে মুক্ত হস্তে দানকারীদের উপর সদকা সমূহ সম্বন্ধে এবং তাহাদের উপর যাহারা নিজেদের মেহনতের কামাই ছাড়া কোন সামর্থ রাখে না, দোষ আরোপ করে, এবং (এইরূপ কুরবানী সত্ত্বেও) তাহারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) তাহাদিগকে উপহাস করে, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের এই উপহাসের সাজা দিবেন, তদুপরি তাহাদের জন্য (আরও) যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

৮০। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ (উভয় তাহাদের জন্য সমান), যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না; ইহা এই জন্য হইবে যে নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে অস্বীকার করিয়াছে, এবং আল্লাহ অবাধ্য জাতিকে কখনও হেদায়ত দেন না।

(ক্রমশঃ) ('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত

১। হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, উহার তুলনা সেই বৃষ্টিবৎ, যাহা ভূমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে, ফসল ভাল হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, যাহা পানি রোধ করে। তদ্বারা আল্লাহতায়ালা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাহাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আরো এক শ্রেণী আছে—চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করিতেও পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না। এই দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন মানুষ এমন যে, ধর্ম বুঝিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে, তদ্বারা উপকৃত হয় এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্বয়ং শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়। চটান ভূমিবৎ ঐ ব্যক্তি, যে হেদায়ত কি তাহা মাথা তুলিয়া দেখেও না, ইহা নিয়া কোনো চিন্তাও করে না এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যে ধর্ম-পথ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করে না।"

(মুসলিম, কেতাবুল ভাযায়েল, বাবু বায়ানেল মাসালে মা বুয়েসা বেহিন নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ওয়া সাল্লাম মিনাল হুদা ওয়াল ইলম; ২—২:৫৮ পৃঃ)

২। হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী রাযিঃ আল্লাহতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "ভাল সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর তুলনা ঐ দুই ব্যক্তিবৎ যাহাদের একজন কস্তুরী (মৃগনাভী) বহণ করিতেছে। অন্য ব্যক্তি হাপর চালক। কস্তুরী বাহক তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দিবে। তুমি হয়ত খরিদও করিবে। নতবা অন্তত উহার সৌরভ তুমি গ্রহণ করিবে। হাপরওয়ালা হয়ত তোমার জামা কাপড় পোড়াইবে, বা দুর্গন্ধযুক্ত ধোয়া তোমাকে বিব্রত করিবে।

(মুসলিম কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে, বাবু ইস্তেজাবু মায়া জালেসতেস্ সালেহীন, ২—২: ২০৪ পৃঃ)।

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

"এতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।" (কিশ্‌তি-এ-নুহ্)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

প্রকৃত মায়ারফত ও ইস্তেগ্‌ফার, ইসমত ও শাফায়ত

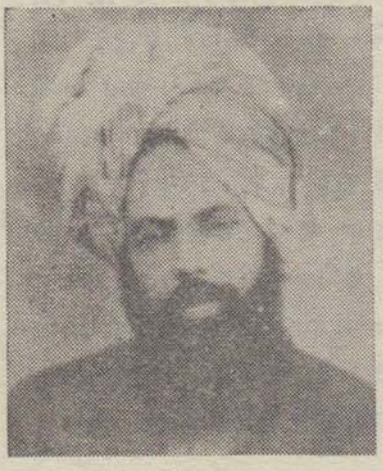

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات

(سورة محمد ٢٠ آيت)

অর্থাৎ ''খোদার নিকট আবেদন কর যে, তোমার প্রকৃতিজ দৌর্বলত হইতে নিরাপদ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে তোমার প্রকৃতিকে এরূপ শক্তিশালী করেন যে, সেই দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। সেইরূপ ঐ পুরুষ ও নারীদের জন্যও যাহারা তোমার উপর ঈমান আনে 'শাফায়াত' (সুপারিশরূপে) দোওয়া করিতে থাক যে, স্বভাব সুলভ দুর্বলতাবশতঃ যে সকল খাতা-কসুর' বা ত্রুটি ঘটে, ঐগুলির সাজা হইতে তাহারা যেন নিরাপদ থাকে এবং তাহাদের ভবিষ্যত জীবন তাহাদের গুণাহ্‌ হইতে নিরাপদ হয়—সুরক্ষিত ও 'মাহফুজ' হইয়া পড়ে। এই আয়াত নিষ্পাপ সুপারিশকারী হওয়ার ('মাসুমিয়াত ও শাফাআতের) উচ্চ মার্গের দর্শন সংযুক্ত। এবং ইহা একথার প্রতি ইশারা ও আঙ্গুলি সংকেত জানাইতেছে যে, মানুষ উচ্চ শ্রেণীর 'ইসমতের মোকামে এবং শাফায়াতের মর্তবায়' তখন পৌঁছিতে পারে, যখন তাহার স্বীয় দুর্বলতা রোধ এবং অন্যদেরকে গুণাহ—তথা পাপ-বিষ হইতে নাজাত (মুক্তি) দোওয়ার জন্য হর-দম, অনুক্ষণ দোওয়া করিতে থাকে এবং আকুলতা সহ খোদাতায়ালার শক্তিকে তাহার দিকে আকর্ষণ করে এবং চাহে যে, এই শক্তি হইতে অন্যেরাও যেন অংশ পায়, যাহারা ঈমান বলে তাহার সহিত সংযুক্ত হয়।''

(উর্দু রিভিয়ু অব রিলিজয়ান্‌স, প্রথম বর্ষ, ১৯২ পৃঃ)

''যেহেতু তাঁহাদের (অর্থাৎ, নবীগণের) তত্ত্ব জ্ঞান ও 'মারেফাত' অনেক উচ্চ, অনেক অগ্রগামী এবং তাঁহারা যেহেতু আল্লাহতায়ালার 'আজমত ও জবরুত'—তাঁহার মাহাত্ম্য ও শক্তির সর্বব্যাপক ও সর্ব-আবেষ্টক মোকামের সহিত পরিচিত, সেজন্য 'নেহাত ইন্‌কেসার-আজেযী' ও চরম নতি প্রকাশ করেন। নাদান, অজ্ঞান ও অনভিজ্ঞগণ যাহারা এহেন মার্গের বা মোকামের সম্পর্কে 'বেখবর'—তাহারা কোনও সংবাদ রাখে না বলিয়া—ইহা নিয়া বিতর্ক উপস্থিত করে। অথচ এই মিনতি ও নতিই হইল পরম অভিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট ও কামাল মারে-ফাতের পরিচায়ক। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য যখন আল্লাহতালার সাহায্য ও পূর্ণ বিজয়

লাভ সংক্রান্ত "সুরা নসর—ইজা জাআ" অবতীর্ণ হইল, উহাতে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, তুমি 'তাওবা ও ইস্তেগফার" করিবে, ইহার অর্থ কি? ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, তবলীগের ঐশী-বাণী প্রচারের যে মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমার উপর ন্যাস্ত ছিল—ইহার অর্থাৎ তবলীগের সূক্ষ্ম-তত্ব সমূহের পুরাপুরি জ্ঞান তো আল্লাহতায়ালারই আছে, এজন্য যদি ইহাতে কোন কমি (অসম্পূর্ণতা) থাকিয়া যায়, তবে আল্লাহতায়ালা তাহা যেন ক্ষমা করেন। এই 'এস্তেগ্‌ফার' (আল্লাহর নিকট শক্তি ভিক্ষা ও ক্ষমা প্রার্থনা) তো নবীগণের—বরং অভগু, সত্য নিষ্ঠ ও সাধুগণের জীবন-সঞ্জীবনী ও পরম প্রিয় সামগ্রী।

('মলফুজাত; ৭ম খণ্ড, ৪০৪-৫ পৃঃ)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি বি ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২ঃ

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

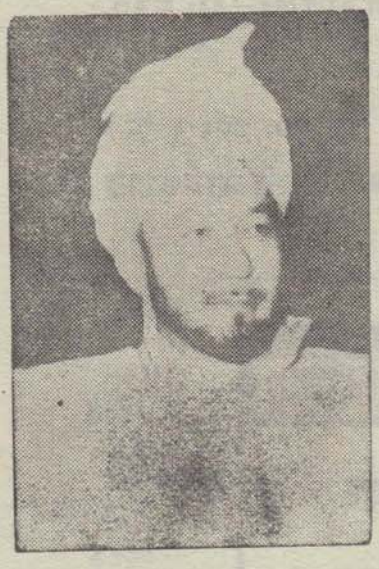

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা সুরা সোয়াদের নিম্নবর্ণিত ২ হইতে ৫ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

ص والقرآن ذى الذكر ○ بل الذين كفروا
فى عزة وشقاق ○ كم اهلكنا من قبلهم من قرن
فنادوا ولات حين مناص ○ وعجبوا ان جاءهم
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ○

(অর্থাৎ—"সোয়াদ (অর্থাৎ এই কোরআনকে সত্যবাদী খোদা নাযেল করিয়াছেন)। আমরা এই দাবীর প্রমাণস্বরূপ কোরআনকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিতেছি, যাহা সর্বপ্রকারের উপদেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা অহংকারে মত্ত রহিয়াছে এবং (তাহারা নিজেদের মিথ্যা কথাকে সত্য বলিয়া দেখানোর জন্য) বিভেদ করা তাহাদের অভ্যাস। আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি, সুতরাং তাহারা ফরিয়াদ করিয়াছে কিন্তু আর উদ্ধারের সময় ছিল না। এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সাবধানকারী আসিয়াছে এবং কাফেরেরা বলে যে, এই ব্যক্তিতো একজন প্রতারক ও মিথ্যাবাদী।"—অনুবাদক)

অতঃপর বলেন :—

কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা খোদাতায়ালার "সাদেক" (সত্যবাদী) নামের উল্লেখ করিয়া কোরআনের কসম খাইয়া ইহা বর্ণনা করেন অর্থাৎ খোদাতায়ালার ভাষায় প্রথমে খোদার 'সাদেক" গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অতঃপর কোরআন আযীমের কসম খাইয়া ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইহা উপদেশপূর্ণ কেতাব ইহা এইরূপ একটি কেতাব যাহার মধ্যে সর্বপ্রকারের উপদেশ মওজুদ রহিয়াছে এবং সর্বপ্রকারের এইরূপ ঘটনাবলী মওজুদ রহিয়াছে যাহার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। بل الذين كفروا فى عزة وشقاق এতদসত্ত্বেও بل এর সহিত ইহা বলা হইয়াছে যে, ইহা সত্ত্বেও যে ইহা এইরূপ, অর্থাৎ প্রত্যেক জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এই কোরআন করীম হইতে উপদেশ গ্রহণ

করিতে পারে, তথাপি আফসোস তাহাদের জন্য যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহারা অহংকারে ও বিভেদে মত্ত রহিয়াছে। তাহারা মিথ্যা অহংকারে ও বিভেদে মত্ত রহিয়াছে। মিথ্যা ইজ্জতের দম্ভ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে হুঁসে আসিতে দেয় না। ইহা তাহাদিগকে সত্য দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা ঘোর শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ইজ্জতের ধারনাও মানুষের জ্ঞানের উপর পর্দা টানিয়া দেয় এবং ক্রোধও মানুষের জ্ঞানের উপর পর্দা টানিয়া দেয়। অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানের উপর দুইটি পর্দা রহিয়াছে। একটি হইল ইজ্জতের অহমিকার মিথ্যা পর্দা এবং অন্যটি হইল ঐ দুশমনী যাহা সর্বদা সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীরা পোষণ করিয়া থাকে। এই উভয় পর্দা তাহাদের জ্ঞানকে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা দেখিতে পায় না যে কোরআন করীম উপদেশপূর্ণ একটি কিতাব। সমগ্র পৃথিবীর উপদেশ ইহার মধ্যে মওজুদ রহিয়াছে। ইহাকে দেখ এবং ইহা হইতে উপকৃত হও। কিন্তু তাহারা দেখিতে পারে না। وكم اهلكنا من قبلهم من قرن—ইহা প্রথম ঘটনা তো নয় যে খোদাতায়ালা বিভিন্ন যুগের লোকদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। فنادوا ولات حين مناص অহংকারে মত্ত জাতি এবং ঐ সকল জাতি যাহারা সত্যের দুশমনীতে পাগল হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের জন্য এইরূপ সময় আসিয়াছিল যে খোদাতায়ালার বর্ণনানুযায়ী যখন তাহাদের পাকড়াও করার সময় আসিল فنادوا তখন তাহারা একে অন্যকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইল। ولات حين مناص কিন্তু ঐ সময় আর সাহায্যের সময় রহিল না। উহা এইরূপ সময় ছিল না যে খোদার পাকড়াও-এর বিরুদ্ধে কেহ তাহাদের সাহায্যে আসিতে পারে।

তাহাদের অস্বীকারের সূচনার ভিত্তি হইল বিস্ময়। وعجبوا ان جاءهم منذر منهم তাহাদের বিস্ময় এই যে তাহাদের মধ্য হইতেই একজন সাবধানকারী কিভাবে জন্ম হইয়া গেল? وقال الكافرون هذا ساحر كذاب এবং অস্বীকারকারীরা বলিল, এই ব্যক্তিও কোন যাদুকর এবং কোন খুব বড় মিথ্যাবাদী। এই শেষ আয়াতে কোরআন করীম অস্বীকারকারীদের নফ্‌সের অবস্থা বর্ণনা করিয়া অস্বীকারের বুনিয়াদী কারণ বর্ণনা করিয়া দিয়াছে। যদিও তাহাদের অস্বীকারের সূচনা মিথ্যা অহংকার ও বিভেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা মিথ্যা অহংকারে নিমগ্ন ও ঘৃণায় নিমজ্জিত, কিন্তু যখন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে যে, কুফরের সূচনা কিরূপে হইল, তখন ইহাতে দুইটি কথা বলা হইয়াছে যে তাহারা (সমাগত সাবধানকারীকে) প্রতারক বলে ও মিথ্যাবাদী বলে এবং তাহারা এইজন্য বিস্মিত হয় যে তাহাদের মধ্য হইতেই কিরূপে একজন সাবধানকারী আসিয়া গেল?

যদি আপনারা এই আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাহা হইলে খুবই একটি জ্ঞানপূর্ণ কথা আপনাদের হস্তগত হইবে এবং আপনারা নফস সম্বন্ধীয় একটি গভীর দৃষ্টিকোণ লাভ করিবেন যাহার ভিত্তিতে জাতিসকল যুগের নবীকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এই আয়াতটি বুঝিবার চাবিকাঠি এই কথার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে وعجبوا ان جاءهم منذر منهم

—তাহারা এই জন্য বিস্মিত হয় যে তাহাদের মধ্যে কিরূপে কোন সতর্ককারী, কোন সাবধানকারী জন্মগ্রহণ করিল? আসল কথা এই যে, এইরূপ সময় যখন নবীগণ আগমন করেন তখন জাতি সকল মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হইয়া থাকে। كذاب এর অর্থ প্রতারক এবং كذاب মিথ্যাবাদীকে বলা হইয়া থাকে ساحر হইতে এই শব্দটি নির্গত হইয়াছে)। অতএব তাহারা নবীগণের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকে যে, ইহারা প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। ইহা এইজন্য উত্থাপন করা হয় যে তাহারা নিজেরাই মিথ্যা ও প্রতারনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং তাহারা এত প্রতারক হইয়া থাকে এবং এত মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে যে, তাহারা ভাবিতেও পারে না আল্লাহতায়ালা তাহাদের মত লোক হইতে তাহাদের জন্য কোন নবীকে মনোনয়ন করিয়াছেন। ঐ সময় সমগ্র জাতি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে এবং তাহারা প্রতারকও হইয়া থাকে। ইল্লা-মাশায়াল্লাহ প্রত্যেক জাতির মধ্যে ব্যতিক্রম মওজুদ থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যখন জাতির কথা বলে তখন উহার সাধারণ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা বলা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, নবীগণ এইরূপ সময় আগমন করেন যখন জাতিসকল নিজেরাও প্রতারণায় নিমগ্ন হইয়া থাকে এবং অন্যদেরকেও প্রতারক মনে করিতে থাকে, নিজেরাও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে এবং অন্যদেরকেও মিথ্যাবাদী মনে করিতে থাকে।

এই সময় যখন আল্লাহতায়ালা তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাহাদের মধ্য হইতেই একজন সাধারণ মানুষকে তাহাদের জন্য মনোনয়ন করেন যে তিনি জাতিকে সাবধান করিবেন, তখন তাহারা ভাবিতেও পারেনা যে আমাদের মত মানুষ হইতে কিরূপে খোদাতায়ালা এইরূপ একজন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইলেন যিনি না প্রতারক, না মিথ্যাবাদী। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহাদের নফসের অবস্থার প্রতিচ্ছবি, যাহা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলার কারণ হইয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা বলেন, ইহা সত্বেও যেইরূপে সদাসর্বদা খোদাতায়ালার তকদীর কাজ করিয়া আসিতেছে, সেইরূপে এই জাতিগুলি অবশেষে আল্লাহর পাকড়াও-এর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং যখন খোদার পাকড়াও-এর সময় আসিয়া যায় তখন তাহারা যতই একে অন্যকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাক না কেন, ঐ সময় বাঁচার সময় হাত হইতে চলিয়া গিয়া থাকে।

বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়া পাকিস্তান অতিক্রম করিতেছে, উহা দেখিলে খুবই উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়া যায়। তাহাদের কার্যকলাপের জন্য ক্রোধ আসার পরিবর্তে তাহাদের জন্য দিনের পর দিন আমার চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কেবলমাত্র তাহাদের জন্যই নয়, বরং সাধারণভাবে ইসলামী দুনিয়ার জন্যও এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্যও এবং এই যুগের মানুষের জন্যও আমার চিন্তা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা এই জন্য যে, যাহাকিছু পাকিস্তানে হইতেছে তাহা কোন একটি দেশের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ইহা একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে হইতেছে। এই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলিও জড়িত এবং ইসলামী দেশগুলির মধ্যে কোন কোন দেশও জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল ঘটনা-

বলীর শিকড় অনেক গভীরে ও অনেক দূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আল্লাহতায়ালার নিকট কোন বিষয়ই গোপন থাকিতে পারেনা। যদি আমরা বলি যে অমুকও ইহাতে জিম্মাদার ও অমুকও ইহাতে জিম্মাদার, তাহাহইলে দুনিয়াওয়ালারাতো বলিবে যে তোমরা ঐভাবে কথা বল যেইভাবে কথা বলা মানুষের অভ্যাস. যেমন. সব কিছু কোন শক্তির মাথার উপর চাপাইয়া দাও এবং সব কিছু পূর্ব হইতে প্রণীত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বলিয়া দাও। এই সকল ব্যাপার পৃথিবীতে হইয়াই থাকে এবং কেহই আমাদের বলাতে ইহা গ্রহণ করিতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত সত্য এইরূপই।

খুব গভীর ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সহকারে আমি অবস্থার যে বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে আমি দেখিতে পাইতেছি যে ঐ সকল ঘটনার পশ্চাতে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র রহিয়াছে. যাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে. এবং ইসলামী দুনিয়াকে এই ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার বানানো হইতেছে এবং যাহাদিগকে হাতিয়ার বানানো হইতেছে তাহারা ইহা অবগতই নয় যে. তাহারা কি করিতেছে, কেন করিতেছে. কি উদ্দেশ্যে করিতেছে এবং ইসলামের কোন্ দুশমনদের সার্থে করিতেছে। এইজন্য কেহ আপনাদের কথা বা আমার কথা গ্রহণ করিবে না। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতো সত্যের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছায়। আল্লাহর নিকটতো কোন বিষয় গোপন নয়। অতএব তিনি যখন শাস্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন সকল অপরাধীকে পাকড়াও করেন। এই কারণে আমি আহমদীয়া জামাতের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, আপনারা কেবল আহমদীয়া জামাতের এই সকল মজলুমদের জন্য দোওয়া করিবেন না যাহারা এই হতভাগ্য দেশে বর্ত্তমানে অত্যাচারের শিকার, বরং ইসলামী দুনিয়ার জন্যও দোওয়া করুন এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্যও দোওয়া করুন। কেননা যখন খোদাতায়ালা পাকড়াও করেন তখন কোন কোন সময় ঐ পাকড়াও-র পদ্ধতি এইরূপ হইয়া থাকে যাহাতে কোন কোন নির্দোষ ব্যক্তিও কষ্ট পাইয়া থাকে।

বিশ্বযুদ্ধের সময় অথবা এইরূপ আযাবের সময় যাহা সারা বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলে. তখন ইহা তারতম্য করা মুসকিল হইয়া পড়ে, কে নির্দোষ আর কে নির্দোষ নয়। ইহা সত্য যে, আহমদীয়া জামাতকে খোদাতায়ালা হেফাজত করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি জামাতকে একটি কষ্টদায়ক সময়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি, সে নির্দোষ হওয়া সত্বেও, তাহার জামানত দেওয়া যাইবে না। এবং ইহাতেও একবিন্দু সন্দেহ নাই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ পাপী হইয়া থাকে না। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বড় বড় নেক ব্যক্তি প্রত্যেক ধর্মেই পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক অঞ্চলেই পাওয়া যায় এবং কোরআন করীমে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কোরআন করীম বলে যে, ইহুদীদের মধ্যেও এইরূপ ব্যক্তি রহিয়াছে, যাহাদের নিকট ধন-সম্পদের স্তুপ রাখা হইলেও তাহারা কখনো উহার উপর অসাধুতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে তাহাদের মধ্যে শিষ্টাচার দেখিতে

পাওয়া যায়। খৃষ্টানদের মধ্যেও অনেক নেক ও খোদা-ভীরু ব্যক্তি রহিয়াছে, খোদার কথা শুনা মাত্রই যাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহাদের হৃদয় কোমল হইয়া যায়। অতএব আল্লাহতায়ালা তো সর্বত্র নেকীর সমাদার করিয়া থাকেন এবং জাতির মধ্যে নেকীর অস্তিত্বের যে ইতিবাচক দিক রহিয়াছে, উহা আমাদিগকে বলিয়া দেয় যে, সমষ্টিগতভাবে কোন জাতিকে রদ করিয়া দেওয়া উচিত নয়। আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সর্বত্রই উত্তম লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব ঐ সমস্ত লোকেরাও বড় কোন বিপদের সময় কষ্ট পাইয়া থাকে। শিশুরা কষ্ট পাইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পাইয়া থাকে, পুরুষেরা কষ্ট পাইয়া থাকে এবং বৃদ্ধ ও রুগ্নরা কষ্ট পাইয়া থাকে। এই যে কার্যকলাপ চলিতেছে, ইহা খুবই বিপদজনক কার্যকলাপ। আহমদীয়া জামাতের জন্য যে সকল বিপদাবলী রহিয়াছে, ঐ সকল বিপদাবলী আমাদের যতই সংগীন মনে হউক না কেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিপদের পরে জামাতের প্রতি আল্লাহতায়ালার অগণিত রহমত ও বরকতের বারিধারা নাজেল হইয়াছে। জামাতের উপর এমন কোন সময় আসে নাই যাহাকে আমরা কঠিন সময় বলিতে পারি এবং যাহার পরে আল্লাহ-তায়ালা অগনিত ফজল করেন নাই। অতএব আমাদের একজন জামীন মওজুদ রহিয়াছেন। আমাদের তো একজন সর্বশক্তিমান মওজুদ রহিয়াছেন, যাঁহার হস্তে আমাদের হস্ত রহিয়াছে। তিনি কখনো আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। পরিপূর্ণ একীনের সংগে আমারা সর্বদা জিন্দা রহিয়াছি এবং সর্বদা জিন্দা থাকিব। কিন্তু ঐ সকল হতভাগ্য যাহারা এই সর্বশক্তিমান সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা তাঁহার তকদীরের বিরুদ্ধে তদবীরের চিন্তা করিতেছে, যাহারা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার তকদীরকে প্রতিহত করার জন্য তদবীরের চিন্তা করিতেছে, তাহাদেরতো কোন জামীন নাই, কোন রক্ষাকারী নাই, কোন অভিভাবক নাই।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া যায় তখন তাহারা যতই চাহেন না কেন যে তাহাদের দুশমন ধ্বংস হইয়া যাক এবং দুশমন লাঞ্ছিত হোক, কিন্তু সৎ-স্বভাবের ইহাই নিয়ম যে, যখন দুশমনের উপরও দুঃখকষ্ট নিপতিত হয় তখন তাহারা দুঃখ অনুভব করে। আপনারা যতই না কেন হৃদয়ে আক্ষেপ পোষণ করেন যে, আমাদের উপর অনেক জুলুম হইয়াছে, আমাদের উপর বড় অত্যাচার হইয়াছে, আল্লাহর পাকড়াও কখন আসিবে, কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতেছি যে, যখনই খোদার পাকড়াও আসিবে তখন আপনারা দুঃখ পাইবেন। কেননা সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজে-দের সম্মুখে অন্যের কষ্ট দেখিতে পারে না এবং তাহাদের যত বেদনাই পৌঁছিয়া থাকুক, যখন অন্যের কষ্টের সময় আসে তখন তাহারা সমস্ত কথা ভুলিয়া যায়। হীন ও নীচ-ব্যক্তিরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন নীচ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর যতই এহসান করা হইয়া থাকুক না কেন, যখন পরীক্ষার সময় আসে তখন সব এহসানের কথা ভুলিয়া গিয়া সে উল্টা কষ্ট দিয়া থাকে এবং অপরের কষ্ট দেখিতে চায়। কিন্তু একজন সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। তাহার উপর লক্ষ জুলুম করা হইলেও, যখন অত্যাচারীর উপর বিপদের সময় আসে তখন তাহার হৃদয় হইতে আওয়াজ উত্থিত হয় এবং এই জালেমের জন্য তখনো তাহার হৃদয়ে সহানুভূতি অনুভব করে।

প্রকৃতপক্ষে মোমেনকে খোদাতায়ালা সর্ব যুগের জন্য মায়ের মোকাম দান করিয়াছেন এবং মায়ের মোকাম এইরূপ একটি মোকাম, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। কোন সম্পর্কের মধ্যে ইহার উদাহরণ নাই। মায়েরা কষ্ট স্বীকার করেন এবং কোন কোন সময় নিজেদের সন্তানদের হাতেই কষ্ট পাইয়া থাকেন। এতদসত্বেও তিনি সন্তানের কল্যান কামনা করিতে থাকেন এবং স্নেহ যখন সীমা অতিক্রম করে তখন কোন কোন সময় তিনি সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাহার ক্ষতিও করিয়া ফেলেন। কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার কল্যাণ কামনার আবেগে কোন প্রভেদ হয় না। যাহাহউক এইরূপ একজন মায়ের একটি প্রসিদ্ধ গল্প আছে। একজন মা নিজের সন্তানকে প্রতিপালন করেন এবং তাহাকে সীমাতীতভাবে ভালবাসিতেন এবং এতখানি ভালবাসিতেন যে, তরবিয়তের দিক হইতে সন্তান খুবই পাশ্চাদপদ রহিয়া গেল। কেননা ভালবাসা যখন বাড়িয়া যায় তখন কোন কোন সময় তরবিয়ত হ্রাস পাইতে থাকে। তখন তাহার মধ্যে অনেক দোষত্রুটি ও মন্দ স্বভাবের সৃষ্টি হইয়া যায়। উক্ত সন্তানের দোষত্রুটি ও মন্দ স্বভাব এতই বৃদ্ধি পাইল যে, সে নিজের মায়ের প্রতিও সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িল ও তাহার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া পড়িল। তাহার যখন বিবাহ হইল তখন দেখা গেল দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার স্ত্রীর মর্জি-মেজাজও তাহার মত। সে মায়ের বিরুদ্ধে খুব কান ভারী করিতে শুরু করিল এবং ছেলে নিজ মায়ের উপর জুলুমের পর জুলুম আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, কোন কোন এইরূপ মা রহিয়াছেন যাহারা প্রত্যেক কষ্টের পরেও নিজ সন্তানের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিও এইরূপ একজন মা ছিলেন, যিনি কোন পরীক্ষার সময়ও ছেলের বিরুদ্ধে যান নাই। বরং যতদূর তাহার সাধ্যে কুলাইয়াছে তাহার জন্য দোওয়াও করিয়াছেন তাহার উপকারও করিয়াছেন এবং তাহার মংগল কামনা করিয়াছেন।

কোন কোন সময় যখন একজন মানুষ অপকারের বিনিময়ে উপকার করিতে থাকে, তখন জালেম ইহাকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে এবং ইহার ফলে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার পরিবর্তে সে উক্ত মানুষটিকে জালা-যন্ত্রনা দিতে শুরু করে। সে মনে করে কি ব্যাপার, এই ব্যক্তি রাগ করে না কেন? এই ব্যক্তির কষ্ট হয় না কেন? এই ঘটনাগুলি এইরূপ যে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা এইগুলি দেখিতে পাই। যখন একজন মানুষ কাহাকেও দুঃখ দিয়া কাঁদাইতে চায় এবং সে তদসত্বেও হাসিতে থাকে, তখন যে ব্যক্তি কাঁদাইতে চায় বা কাঁদানোর চেষ্টা করে সে মনে করে যে ইহার কোন কষ্ট হইতেছে না। আমি কিভাবে ইহাকে কষ্ট দিব? কোন্ জায়গায় আঘাত করিব যে, সে ব্যাথায় বিড় বিড় করিয়া উঠিবে? অতএব সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি-দিগকে কোন কোন সময় দুশমন অধিক হইতে অধিক কষ্ট দিতে থাকে। সে মনে করে সম্ভবতঃ ইহাদের কোন কষ্ট হইতেছে না। অন্যথা এত ধৈর্য্য কোথা হইতে আসিল?

সুতরাং উক্ত মা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন ছেলের বৌ এই অবস্থা দেখিল যে, সে তো কোন মতেই রাগান্বিত হইতেছে না এবং কোনভাবেই তাহার কষ্ট হইতেছে না, তখন সে (ছেলের বৌ) নিজ স্বামীর নিকট আবেদন করিল যে, আমিতো তখন সন্তুষ্ট হইব যখন তুমি এই মায়ের মাথা কাটিয়া থালায় সাজাইয়া আমার সম্মুখে পেশ করিবে। কেননা এ যাবততো তাহার কোন কষ্ট হইল না। তুমি এত এত কিছু করা সত্বেও সে খুশী রহিয়াছে। এই পাপিষ্ঠ সন্তান এইরূপই করিল। যখন সে (কর্তিত) মাথাটিকে সাজাইয়া নিজের স্ত্রীর দিকে যাইতেছিল, গল্প অনুযায়ী তখন সে হুঁচোট খাইল এবং মাথাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। কথিত আছে যে, এই সময় মায়ের মুখ হইতে এই আওয়াজ বাহির হইল "হে আমার পুত্র! তোমার কোথাও আঘাততো লাগে নাই এবং তোমার কষ্টতো হয় নাই?" কর্তিত মাথা গল্পের কথা বলিতে পারে। ইহাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই। কোন ঘটনা বর্ণনা করার জন্য এবং কোন বিষয়বস্তু বুঝানোর জন্য এইরূপ গল্প তৈয়ার করা হয়। অর্থ এই যে, কর্তিত শরি মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার নিজেরই হুঁস নাই। কিন্তু এই অবস্থাতেও যেই পুত্র হুঁচোট খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে তাহার হুঁচোট খাওয়ার ব্যাথা মায়ের বুকে বাজিল—পুত্রের ইহাতে কোন কষ্ট হইল কি না, তাহার আঘাত বেশী লাগিল কি না।

অতএব সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট আল্লাহর বান্দারাও প্রকৃতপক্ষে মায়ের মত হইয়া যায়। জাতির দুঃখ-কষ্টের ফলে অনিবার্যরূপে তাহাদের দুঃখ হয়, যদিও জাতির জুলুমের দরুনই তাহারা কষ্ট পাইয়াছে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। খোদাতায়ালা তাঁহাকে কত আজিমুশশান সম্বোধন করিয়াছেন : فلعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين —হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! তোমাকে যাহারা দুঃখ দেয় এবং যাহারা সর্বদা তোমার অমংগল কামনা করে, যখন আমি তাহাদের ধ্বংসের সংবাদ দান করি তখন তাহাদের চিন্তায় তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিতে আরম্ভ কর। কেমন তোমার হৃদয়! যখন আমি তোমার দুশমনদের ধ্বংসের সংবাদ দেই, তখন তোমার জন্য আমি চিন্তিত হইয়া পড়ি যে, তুমি না এই চিন্তায় ধ্বংস হইয়া যাও যে, তোমার দুশমনেরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা এইরূপ একটি ঘটনা যে, ইহার চাইতে অধিক সত্য ঘটনা বর্ণনা করা অসম্ভব।

আমি আপনাদের নিকট যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, উহাতো একটি গল্প, একটি কল্পিত কাহিনী। মানুষ একটি উদাহরণ তৈয়ার করিয়াছে। অনাথা এই সমস্ত কথাই মিথ্যা। মায়েরাও এইরূপ হইয়া থাকেন, যাহারা ক্রোধান্বিতা হন। আমি এইরূপ মাও দেখিয়াছি, যাহারা বদ্ দোওয়া করেন। এইরূপ মাকেও আমি চিনি, যাহারা মৃত্যু পর্যন্ত সন্তানকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই এবং শেষ কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, উহা বদ্ দোওয়া ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মত মা কখনো পৃথিবীর ভাগ্যে জুটে নাই। অসম্ভব, পৃথিবীতে এই "রহমাতুল্লিল আলামীনের" দৃষ্টান্ত পেশ করা যায় না। খোদা সাক্ষ্য দান করিতেছেন। ইহা কোন মানুষের রচিত কল্পিত গল্প নয়। রাব্বুল আলামীন, যিনি আলেমুল গায়েব ও আলেমুস সাহাদাত, তিনিই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। এক জায়গায় নয়। দুইবার এইরূপ ঘটনা আমরা কোরআন করীমে দেখিতে পাই। সুরা কাহ্‌ফেও এই বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। খ্রীষ্টানদের ধ্বংস সম্বন্ধে যখন খোদা সংবাদ দান করেন তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন : فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا —হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! তোমার হৃদয়ের কি অবস্থা! যখন আমি ইহাদের ধ্বংসের সংবাদ তোমাকে দেই, তখন তুমি আক্ষেপের সহিত ভাবিতে থাক যে, হায়, যদি ইহারা এই রাস্তায় না চলিত! ইহারা যে রাস্তায় চলিয়াছে, ঐ রাস্তার পরিণাম দেখিয়া তোমার হৃদয়ের অবস্থা এইরূপ হইয়া যায় যে, চিন্তায় তুমি নিজেকে নিজেই যেন ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

অতএব আমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম। আমরা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলার চেষ্টা করিতেছি। আমরা তাঁহারই জীবন আমাদের নিজের করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছি। ইহা কিরূপে সম্ভব যে, খোদাতায়ালা আমাদের

হৃদয়কে এত শক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, দুশমনদের ধ্বংসের ফলশ্রুতিতে আমরা খুশী হইতে পারি? দুশমনদের ধ্বংসের ফলশ্রুতিতে এক ধরণের খুশী আমরা নিশ্চয়ই অনুভব করিব, যাহা খোদাতায়ালার দ্বীনের বিজয়ের ফলে অনুভব করিব। কিন্তু কাহারো দুঃখের দরুন অনুভব করিব না। এই খুশী আমরা এই অনুভব করিব যে, খোদার তক্‌দীর পূর্ণ হইল, খোদার জয় হইল এবং খোদার দ্বীন জয় লাভ করিল। ঐ সমস্ত লোক যাহারা আমাদিগকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিত, যাহারা আস্ফালন করিয়া বলিত যে ইহাদের কে আছে, তাহাদিগকে খোদা দেখাইয়া দিয়াছেন যে আমি ইহাদের। আমরা এই জন্য খুশী অনুভব করিব যে, আল্লাহর সংগে আমাদের সম্পর্কের কথা সকলের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় নবীগণও খুশী অনুভব করিতেন এবং তাহাদের মানা-কারীরাও খুশী অনুভব করিতেন। মোমেনদের সম্বন্ধে কোরআন করীমে যে ধরনের উল্লেখ রহিয়াছে, উহা এই কারণে রহিয়াছে যে নিজেদের জন্য খোদার সাহায্য আসিতে দেখিয়া তাহারা এই জন্য খুশী হয় যে, (তাহারা মনে করে) আমরা অক্ষম ও দুর্বল বান্দা, আমরা তো ইহার যোগ্য নই যে আল্লাহ আমাদের সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রমাণ দান করিবেন। কিন্তু কত মহান খোদা আমাদের, কত প্রেমিক ও স্নেহশীল খোদা আমাদের যে আমাদের মতো অক্ষম ও দুর্বল বান্দাদের জন্য তিনি প্রকাশিত হন। এই খুশী তো আমরা নিশ্চয় অনুভব করি। কিন্তু এতদসত্বেও যখন সমগ্র বিশ্বে দুঃখ বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং যখন ইহারা বিপদে নিপতিত হয়, তখন সবচাইতে বেশী কষ্ট খোদার ঐ সকল বান্দারাই অনুভব করে যাহাদের খাতিরে আল্লাহতায়ালার আযাব আসিয়া থাকে।

অতএব জাতির জন্য দোওয়া করুন এবং ঐ সকল মুসলমান দেশগুলির জন্যও দোওয়া করুন যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজেদের অজ্ঞতার দরুন ইসলামের কোন কোন দুশমন শক্তির হাতিয়ার হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের জন্যও দোওয়া করুন। কেননা বর্তমান অবস্থা যদি আরও অধিক সম্মুখে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে আমাদের একজন গয়রতওয়ালা (আত্মাভিমানী) খোদা রহিয়াছেন যিনি কোন কোন সময় তাঁহার প্রিয়জনকে যাহারা কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সীমা লংঘন করে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতাপের সহিত পৃথিবীতে প্রকাশিত হন। এই দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান হযরত আকদাস মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর শানের বিরুদ্ধে সীমাতীত ভাবে বেয়াদবি করিয়াছে। পৃথিবীতে কখনও কেহ এইরূপ সরকার দেখে নাই যাহাদের নেতারা অশ্লীল কথাকে নিজেদের জন্য সম্মান বৃদ্ধির কারণ মনে করে, মিথ্যা কথা বলা এবং অপবাদ দেওয়াকে নিজেদের জন্য গৌরবের নির্দশন মনে করে, বড়ই গর্বের সহিত অপবাদ দেয় ও মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা কথা প্রচার করে, খোদার পবিত্র বান্দাদের প্রতি কাদা ছোঁড়ে এবং জাতির নিকট হইতে বাহবা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করে। প্রাচীন কালে ফেরাউনের গল্পে শুনা ব্যতীত আমরা এইরূপ ঘটনাবলী কখনও পৃথিবীতে কোন সরকার কর্তৃক ঘটিতেই দেখি নাই। কিন্তু ইহা কখনো ভাবিতেও পারা যায় না যে আধুনিক যুগেও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে।

আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে, উহা খুবই গভীর ষড়যন্ত্র এবং এখনও উহা সম্পূর্ণরূপে ও সামগ্রিকভাবে আপনাদের নিকট প্রকাশ্যে উদঘাটিতও হয় নাই। যে সকল ঘটনাবলী আপনাদের সম্মুখে ঘটিতেছে উহাদের রহস্যও আপনাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। জনগণ ইহা অবগত নহে যে প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন্ মঞ্জিল যাহার দিকে এই সকল ঘটনাবলী একটি মিছিলের আকারে রওনা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এইবার আহমদীয়াতের মূলে আক্রমণ হানা হইয়াছে এবং আহমদীয়াতকে মিটাইয়া দেওয়ার জন্য ইহা একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। অধিকন্তু একটি দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এই ষড়যন্ত্রের কিছু নির্দশন এখন প্রকাশিত হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা এইজন্য অর্থকড়ি প্রাপ্ত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়াতেও এই ভিত্তির উপর কাজ শুরু হইয়াছে যেইরূপে আজ হইতে দশ বৎসর পূর্বে পাকিস্তানে ইহার ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। মালয়েশিয়াতেও এই ভিত্তিতেই আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে কাজ শুরু হইয়াছে। অনুরূপভাবে আফ্রিকান দেশসমূহেও ঘুষ দেওয়া হইতেছে এবং ধর্মের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে উস্কানী দেওয়া হইতেছে যে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। যেহেতু এই দেশগুলির দায়িত্বশীল অফিসারগণ তুলনামূলক ভাবে খুব বেশী স্বজ্ঞন, অতএব তাহারা আপাততঃ এই চাপের মোকাবেলা করিতেছে। বরং তাহারা নিজেরাই আহমদীয়া জামাতকে অবহিত করিতেছে যে আমাদের নিকট এই দাবী করা হইতেছে।

ইহা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র নয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত মুসলমান দেশগুলির উপর "মোল্লাদের" শাসন কায়েম করিয়া দেওয়া। যেহেতু যুগের অবস্থা সম্বন্ধে মোল্লারা বেখবর ও অজ্ঞ এবং তাহারা জানেই না যে জাতির স্বার্থের তাকিদ কি, তাহারাতো কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে এবং না তাহাদের কোরআনের জ্ঞান রহিয়াছে, না তাহাদের ধর্মের জ্ঞান রহিয়াছে, না তাহাদের দুনিয়ার জ্ঞান রহিয়াছে, অতএব যদি একটি জাহেল জাতিকে সাহায্যের নামে কোন দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় তাহাহইলে ঐ প্রভু যে ইহাদিগকে চাপাইয়া দিয়াছে তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত যেইভাবে চাহে ইহাদের নিকট হইতে কাজ হাসিল করিতে পারে।

সুতরাং ইহা এক অদ্ভূত ব্যাপার যে প্রত্যেক স্থানে যেখানেই ধর্মান্ধ সরকার কায়েম করা হইয়াছে, উহা কমিউনিষ্ট দেশগুলির পক্ষ হইতেই কায়েম করা হউক অথবা পাশ্চাত্য দেশগুলির পক্ষ হইতেই কায়েম করা হউক, একই ধর্মের নামে ঐ সকল সরকার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত কাজ করিতেছে। এইরূপ ইসলামী সরকার আপনারা দেখিতে পাইবেন, যাহারা ইসলামের নামে কমিউনিজমের অনুকূলে কাজ করিতেছে। এইরূপ ইসলামী সরকারও আপনারা দেখিতে পাইবেন যাহারা ইসলামের নামে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এবং রাজতন্ত্র অথবা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের অনুকূলে কাজ করিতেছে অথবা Capitalish (ধনতন্ত্র) এর অনুকূলে কাজ করিতেছে।

একই ধর্ম, একই কেতাব এবং একই নবী। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ফল প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে যাহাদের উপর প্রকাশিত হইয়াছে, উহা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল মাত্র বদনাম করার জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করা হইতেছে। Intolerant Regimes (অসহিষ্ণু শাসন) কায়েম করাই ইহার উদ্দেশ্য। এইরূপ সরকার

কায়েম করার উদ্দেশ্য যাহাদের না থাকিবে জ্ঞান, না থাকিবে বিচক্ষণতা। তাহাদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যাইবে এবং একটি গুণই বিদ্যমান থাকিবে যে, ডাণ্ডার জোরে তাহারা কথা মান্য করাইতে জানে। তাহারা জ্ঞান-গরিমাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া এবং পৃথিবী তাহাদের সম্বন্ধে কি বলে ও কি ভাবে উহার তোয়াক্কা না করিয়া তাহাদিগকে যে কথা বুঝান হয় উহা কার্যকরী করার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়া যায়। এইরূপ Regimes এইরূপ শক্তি যখনই পৃথিবীতে আসে তখন প্রলয় কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ইসলামের সহিত বর্তমানে এইরূপ করা হইতেছে। যেখানে প্রাচ্যশক্তিবর্গের জোর চলিতেছে সেখানে তাহারা তাহাদের মর্জি মোতাবেক ইসলামের নামে সরকার কায়েম করিতেছে এবং এই ব্যাপারে একে অন্যের সহিত দৌড় প্রতিযোগিতা করিতেছে।

বস্তুতঃ পাকিস্তানে যাহা কিছু হইতেছে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে যাহা কিছু হইতেছে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে যে সকল শক্তিকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে, এই সমস্ত ব্যাপারটি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের সংঘর্ষের ফলশ্রুতি। যাহাহোক বর্তমানে পাকিস্তানে যাহা কিছু হইতেছে উহার সবকিছু এখনও আপনাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। সংক্ষেপে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই যে, যদি আল্লাহর তকদীর নিজ সময় মত উপস্থিত হইয়া তাহাদের এই তকদীরকে বানচাল না করে এবং যদি তাহাদের পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে খোদার পাকড়াওর সময় না আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের অভিপ্রায় তো এইরূপ যে উহা ভাবিলেও একজন আশ্রয়হীন মানুষের সমগ্র জীবন উদ্বেগপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ইহার ধারনাও মানুষের অস্তিত্বকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে। কিন্তু আমি ইহা জানি যে, না আমার উপর ইহার প্রভাব আছে, না আপনাদের উপর ইহার প্রভাব আছে কেননা আমিও জানি যে আমাদের খোদা মওজুদ আছেন, যিনি সদাসর্বদা আমাদের সাথে রহিয়াছেন এবং সদাসর্বদা রহিবেন এবং আপনারাও একথাই জানেন। এইজন্য যখন আমি আপনাদের নিকট এই কথা বলি তখন আপনাদিগকে ভয় দেখানোর জন্য বলি না। আমি আপনাদিগকে কেবল মাত্র ইহাই বলিতে চাই যে চক্ষু মেলিয়া চলুন এবং দেখুন কি ঘটনা ঘটিতেছে, কোন্ দিকে এই দেশ অগ্রসর হইতেছে এবং কি উদ্দেশ্যের প্রতি অগ্রসর হইতেছে? ইহা ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে যে শয়তানী কাণ্ড-কারখানা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইহাতে একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার অধীনে পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রকে ধ্বংস করার মতলব ছিল এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিটি Institvtionc (প্রতিষ্ঠান) এবং প্রতিটি এইরূপ সংগঠন, যাহার কেন্দ্রীয় পদমর্যাদা রহিয়াছে, ঐ গুলির উপর হস্তক্ষেপ করার মতলব ছিল। বস্তুতঃ সর্ব প্রথম ইহারা এইরূপ আইন প্রণয়ন করিয়াছে যাহার দরুন যুগ খলিফা পাকিস্তানে থাকিয়াও খেলাফতের কোন দায়িত্বই পালন করিতে পারিবে না। একজন আহমদী, যে পল্লী অঞ্চলে জীবন যাপন করিতেছে অথবা শহরে সাধারন জীবন যাপন করিতেছে,

সে যদি নিজেকে মুসলমানও বলে, ইসলামের তবলীগও করে, যেমনটি সে করিতেছে, উহাতে নাতো সরকারের তেমন কোন অসুবিধা হয়, না তো উহা সরকারের দৃষ্টিতে পড়ে এবং যদি কখনো পড়িয়াও যায় তাহা হইলে তাহাকে পাকড়াও করিলে কিছু আসে যায় না। তাহার তো নিজের আকাংখা পূর্ণ হইয়া যাইবে যে, আমি পাকড়াও হইয়া যাইব এবং খোদার খাতিরে আমিও কোন কষ্ট স্বীকার করিব। কিন্তু একজন যুগ খলিফা যদি পাকিস্তানে কখনই "আস্‌সালামো আলাইকুম," বলে তখন সরকারের নিকট এই উছিলা মওজুদ রহিয়াছে এবং ঐ আইন মওজুদ রহিয়াছে যাহা প্রয়োগ করিয়া তাহারা তাহাকে (যুগ খলিফাকে গ্রেফতার করিয়া তিন বৎসরের জন্য জামাত হইতে পৃথক করিয়া দিতে পারে। ইহাই তাহাদের নিয়ত ছিল এবং এখনো আছে যে, জামাতের বড় বড় ব্যক্তিগণকে যাহাদিগকে দুনিয়ার দৃষ্টিতে বড় বলা হইয়া থাকে অর্থাৎ জামাতের এইরূপ ব্যক্তি; এইরূপ দায়িত্বশীল অফিসার যাহারা কোন না কোন দিক হইতে কেন্দ্রীয় পদমর্যাদার অধিকারী, তাহাদের উপর কোন না কোনভাবে হস্তক্ষেপ করাই ইহাদের মতলব ছিল এবং খেলাফত হইতে ইহার সূচনা হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে আমার (লণ্ডন) আসার দুইদিন পূর্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে ঐগুলি সম্পর্কে এই সময়ে তো আমার পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। কেননা খোদা তা'লার বিশেষ ফজল দ্বারা আমাকে বাহিরে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। ইহার কিছুটা বিশ্লেষণ আমি করিয়াছি এবং কিছুটা ভবিষ্যতে অন্য কোন সময় করিব। কিন্তু আমি যে কথার প্রতি জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই তাহা এই যে, খেলাফতকে ধ্বংস করার জন্য একটি খুবই ভয়ানক ষড়যন্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছিল, যাহার প্রথম ধাপে ইহা চিন্তা করা হইয়াছিল যে যদি যুগ খলিফা কোনভাবেই নিজেকে মুসলমানরূপে প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করিয়া তিন বৎসরের জন্য জামাত হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। আমি (লণ্ডনে) আসার পরে যে সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি উহার আলোকে জানিতে পারিলাম যে এই হুকুম চলিয়া গিয়াছিল। বরং সরকারের কোন কোন দায়িত্বশীল এবং উচ্চপদস্থ অফিসার কোন কোন আহমদীকে বলিয়াছে যে, আশ্চর্যের ব্যাপার, তোমরা কিরূপে এত তাড়াতাড়ি তৎপর হইয়াছিলে? তোমরা কিরূপে জানিতে পারিলে যে কি হইতে যাইতেছে? কেননা Order (হুকুম) ইহা ছিল যে যদি এই ব্যক্তি (যুগ খলিফা) খোৎবা দেয়, যাহা অধ্যাদেশ জারী হওয়ার দ্বিতীয় দিনে দেওয়ার কথা ছিল, তাহা হইলে যেহেতু খোৎবা একটি ইসলামী কাজ, অতএব কেবল মাত্র এই অজুহাতেই তাহাকে গ্রেফতার করা যাইতে পারে যে, তুমি (যুগ খলিফা) খোৎবা দিয়া মুসলমানে পরিণত হইয়াছ। যেহেতু এই ব্যক্তি খোৎবা দিয়া ফাসাদ বৃদ্ধি করিয়াছে, অতএব তাহাকে পাকড়াও করা যাইতে পারে। যদি সে খোৎবা

দেয় তবে তাহাকে গ্রেফতার কর এবং যদি খোৎবা নাও দেয় তবুও কোন অজুহাত খোঁজ এবং রাবওয়ার একটি মসজিদেও যদি আজান দেওয়া হয় অথবা অন্য কোন অজুহাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তাহাকে গ্রেফতার কর।

সর্বশেষ হুকুম ইহাই ছিল যে যদি কোন অজুহাত খুঁজিয়া নাও পাওয়া যায় তবুও তাহাকে গ্রেফতার কর। ইহার অর্থ এই ছিল যে যুগ খলিফা যদি রাবওয়ায় থাকেন তবে একজন মৃত ব্যক্তির মত তথায় থাকিবেন এবং তাঁহার নিজ দায়িত্বাবলী কিছু পালন করিতে পারিবেন না। যদি তিনি এইরূপ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং মৃতের মতো জীবিত থাকার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে সমস্ত জামাতের ঈমান শেষ হইয়া যাইবে। সমগ্র জামাত ইহা ভাবিবে যে যুগ খলিফা আমাদিগকে তো কোরবানী করার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন, এবং আমাদিগকে তো বলেন যে ইসলামের নামকে সমুজ্জ্বল কর। কিন্তু তিনি নিজে একটি শব্দও তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারণ করিতেছেন না।

সুতরাং জামাতের জন্য ইহা ঈমানের ব্যাপার ছিল। যদি যুগ খলিফা জামাতের ঈমান রক্ষা করার জন্য কথা বলেন তাহা হইলে তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য জামাত হইতে পৃথক করিয়া দাও। কেননা জামাতের নেযাম কোন একজন নুতন খলিফা নির্বাচন করিতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্বের খলিফা মৃত্যু বরণ করেন। অতএব তিন বৎসরের জন্য জামাত ইহার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। যে জামাত যুগ খলিফার নির্দেশ পালনে অভ্যস্ত এবং যে জামাত খেলাফতের নেজামের চতুর্দিকে আবর্তিত হয়, খলিফার অনুপস্থিতিতে উহাকে কখনও কোন আঞ্জুমান সামলাইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

ক্যাসেট রেকর্ডকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত:

~~জনাব মাযহারুল হক~~

উর্দু অনুলিপি-জনাব মাযহারুল হক

অনুবাদ: জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া।**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আল্লাহর দিকে আহ্বান ঃ সংগঠন ও পদ্ধতি

['দাওয়াত ইলাল্লাহ']

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

(৯) নিয়মিতভাবে ধর্মীয়-জ্ঞানের চর্চা করুন

একজন নিষ্ঠাবান প্রচারকারীকে অবশ্য অবশ্যই ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা করতে হবে এবং এরূপ চর্চা নিয়মিত হতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরনের সাথে সাথে জামাতের বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকাবলী ও পত্র-পত্রিকার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলিফাগণের বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধসমুহ এবং যুগ-খলিফার খুতবা সমুহ নিয়মিত পাঠ করা জরুরী। এ ছাড়া বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়েও মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে আধুনিক আবিষ্কারসমুহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকাও বিশেষ প্রয়োজন।

আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনে বলেছেন :

"সুতরাং অবিশ্বাসীদিগকে মানা করিও না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ইহার (আল-কুরআনের) দ্বারা 'বৃহত্তর জিহাদ' (জিহাদান কাবিরা) করো।" (সুরা ফুরকান : ৫৩)।

পবিত্র কুরআন তথা খোদাতা'লার পবিত্র বাণীকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য সর্ব প্রথমে স্বয়ং ইহার নিয়মিতভাবে চর্চা করা প্রয়োজন। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তরজমা ও তফসীর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হাদীসের গ্রন্থাবলী গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা প্রয়োজন।

হাদীস শরীফে রয়েছে :

"আল্লাহতা'লা যে ব্যক্তির মঙ্গল চাহেন, তাহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দান করেন।" (বুখারী)।

"জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা-পয়সা সম্পত্তি ওয়ারিশী ছাড়িয়া যান না—বরং তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পদ হইল তত্ত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে সৌভাগ্য ও মঙ্গলের অধিকারী হয়।" (তিরমিযি)।

বস্তুতঃ ইসলাম হলো শান্তি, যুক্তি-জ্ঞান ও নিদর্শন-ভিত্তিক ধর্ম। অন্য কথায়, গল্প-গুজব বা কেচ্ছা-কাহিনী ভিত্তিক প্রচার কখনই ইসলামী প্রচার হতে পারে না। তাই একজন প্রচারকারীকে সত্যিকার অর্থে 'আলেম' হওয়ার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে দোওয়া করতে হবে। কারণ আল্লাহতা'লাই সর্বজ্ঞানী এবং তাঁরই কাছে জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য পবিত্র কুরআনে দোওয়া শেখানো হয়েছে (সুরা তা-হা : ১১৫)।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন :

"সকল বন্ধুর জন্য আমার কেতাব সমূহ কম পক্ষে একবার অধ্যায়ন করা খুবই জরুরী। কেননা জ্ঞান হলো একটি শক্তি বিশেষ এবং সেই শক্তি হতে সাহসিকতার সৃষ্টি হয়। যার জ্ঞান নাই, সে বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের মোকাবেলা করতে পারে না এবং বিপদে নিপতিত হয়।" (মালফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃ-৮)।

"যে ব্যক্তি আমার কেতাবগুলি কম পক্ষে তিন বার পড়ে না তার মধ্যে এক প্রকার অহঙ্কার রয়েছে।" ('সিরাতুল মাহদী', তৃতীয় খণ্ড)।

প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে সাফল্যজনকভাবে তবলিগি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিতভাবে পবিত্র কুরআন, হাদীস, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকসমূহ, খলিফায়ে ওয়াক্তের খুতবা সমূহ (বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যেগুলি 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) এবং জামাতের অন্যান্য লিটারেচার মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন মাসলা-মসায়েল শিখতে হবে এবং নানা ধরণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য ভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুযোগ লাভের জন্য—জামাত ও মজলিস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন জলসা, ইজতেমা, তালিমী ক্লাশ, দিবস পালন (সিরাতুন নবী, মসীহ মওউদ দিবস, মোসলেহ মওউদ দিবস, খেলাফত দিবস) প্রভৃতিতে অবশ্যই যোগদান করতে হবে। এইভাবে দিনের পর দিন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভালভাবে পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে তবলীগের ময়দানে অধিক মাত্রায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

(১০) তবলিগি কার্যক্রমকে প্রসারিত করুন

আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

"হে ঈমানদার ব্যক্তি! আমি কি তোমাকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলিব যাহা তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে? (তাহা হইল এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা। সেটাই তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক—যদি তোমরা তাহা জানিতে। (সুরা সাফ : ১১)।

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে :

"আল্লাহতা'লা বলেন যে, যখন বান্দা এক বিঘত আমার দিকে অগ্রসর হয়, তখন আমি এক হাত তাহার দিকে অগ্রসর হই; যখন সে এক হাত আমার দিকে আসে তখন আমি দুই হাত তাহার দিকে অগ্রসর হই এবং সে যখন আমার দিকে হাটিয়া আসে, তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই।" (মুসলিম)।

হযরত আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন করে হযরত রসুল করীম (সাঃ বলেছিলেন : "খোদার কসম! তোমার দ্বারা কোন একজন ব্যক্তিরও হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট লাল বর্ণের উট লাভ করা অপেক্ষা শ্রেয়।" (মুসলিম)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন :

"ইহা আধ্যাত্মিক সংগ্রামের যুগ। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। শয়তান তাহার সমগ্র অস্ত্র-শস্ত্র ও কলা-কৌশল লইয়া ইসলামের দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে এবং সে ইসলামকে পর্যুদস্ত করিতে প্রয়াসী। কিন্তু আল্লাহতা'লা এই মুহূর্তে শয়তানের এই শেষ যুদ্ধের সন্ধিক্ষণে তাহার সমগ্র প্রচেষ্টাকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এই (আহমদীয়া) সিলসিলাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মোবারক সেই ব্যক্তি যে ইহার সহিত সম্পর্কিত.....এখন যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে নিজ নফসের (প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনার) বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রাম করিতে হয়।" (মালফুজাত, খণ্ড-৫ম, পৃ—২৬)।

তিনি বলেছেন :

"মানুষ অনেক সময় একটি বিষয় নিজে বুঝিতে পারে, কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে সক্ষম হয় না। সেজন্য তাহার কর্তব্য এই যে, পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অপরাপরকেও ফায়দা পৌঁছানো। সৃষ্টির সেবা ইহাই যে, পরিশ্রম সহকারে মাথা ঘামাইয়া এইরূপ পন্থার উদ্ভাবন করা যাহার দ্বারা অপরাপরকে উপকৃত করিতে পারে যাহাতে এইরূপ ব্যক্তির আয়ু বর্ধিত হয়।" (মালফুজাত, খণ্ড-৩য়, পৃ—২৯৫)।

সত্যিকার অর্থে 'খেদমতে দ্বীন' তথা ধর্মের সেবায় সাফল্যজনকভাবে অংশগ্রহণ করতে হলে খেলাফত ভিত্তিক সংগঠনের পরিচালনাধীন হয়ে প্রচার সম্পর্কিত কর্ম-কাণ্ডকে প্রসারিত করতে হবে। এরূপ একটি সংগঠনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে তবলিগী কার্য পরিচালিত হচ্ছে—আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে। আহমদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে এই তবলিগী কর্ম-তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হলো।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঃ

(ক) নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত মহলে যোগাযোগ করতে হবে এবং মানুষকে জানাতে হবে যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এসেছেন এবং ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ঐশী-পরিকল্পিত পথে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। (খ) বিভিন্ন স্থানীয় জামাত এবং মজলিস সমূহ নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষের কাছে তবলীগ করবে। (গ) বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের লোকদিগকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে। (ঘ) প্রত্যেক আহমদীকে কমপক্ষে পাঁচজনকে বিশেষভাবে জেরে তবলীগ রাখতে হবে এবং বছরে কমপক্ষে একজনকে বয়াত গ্রহণ করাতে হবে। (ঙ) প্রত্যেক স্থানীয় জামাত তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, মহল্লা অথবা গ্রামে নতুন জামাত সৃষ্টির চেষ্টা করবে।

পুস্তক, পুস্তিকা, ফোল্ডার বিতরণ ঃ

(ক) জামাত হতে প্রকাশিত পুস্তক, পুস্তিকা, প্রচার-পত্র, ফোল্ডার ইত্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য প্রোগ্রাম করতে হবে। (খ) এই সকল পুস্তকাদি বিতরণের পর যাদের

কাছে বিতরণ করা হয়েছে তাহাদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করতে হবে। (গ) জামাতী পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা বাড়াতে হবে।

তবলিগী বৈঠক ঃ

(ক) প্রত্যেক স্থানীয় জামাত, হালকা এবং ব্যক্তি বিশেষ নিজ নিজ উদ্যোগে ধর্মীয় আলোচনা-বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন যা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হতে পারে। (খ) এরূপ আলোচনা বৈঠকে বিশেষ কোন বাণীবদ্ধ বক্তৃতা, নজম এবং অনুরূপ ক্যাসেট শুনানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (গ) বড়ো বড়ো জামাত এবং অবস্থা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর তৈরী ভি-সি-আর দেখতে পারেন। (ঘ) বিশেষ তবলীগি সভা ও প্রশ্নোত্তরে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (ঙ) ধর্মীয় ক্যাসেট সমূহ সংগ্রহ এবং বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকাশনা ও প্রচারের ব্যবস্থা ঃ

(ক) বিরুদ্ধবাদীদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূর করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে এবং ভ্রান্তধারণা সৃষ্টিকারী পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে সেগুলির যুক্তি-সঙ্গত জবাব তৈরী করতঃ প্রকাশ করতে হবে। (গ) শান্তিপূর্ণভাবে প্রচার-কার্য চালাতে হবে এবং সকল প্রকার সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে। কেননা ইসলাম হলো শান্তি ও যুক্তিবাদী ধর্ম। তাই বিরুদ্ধ-বাদীদের শক্ত শক্ত কথার জবাব অত্যন্ত কোমল, নম্র ও শালীন ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে হবে—আমাদের কথায়, লেখায় এবং কাজের মাধ্যমে। (ঘ) চিঠি-পত্রের মাধ্যমেও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তবলীগীপ্রচেষ্টা জারী রাখতে হবে।

ওয়াকফে আরজী ঃ

প্রত্যেক জামাত হতে অধিক সংখ্যায় 'ওয়াকফে আরজী' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওয়াকেফিনগণ নিজ ব্যয়ে অন্য কোন জামাতে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করবেন এবং সেখানে তালীম ও তরবীয়তী কাজের সঙ্গে তবলিগি কাজও করবেন।

তবলিগী কাজের তত্ত্বাবধান ঃ

প্রত্যেক স্থানীয় জামাত, মজলিসে আনসারুল্লাহ, লাজনা এমাউল্লাহ এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম অনুযায়ী তবলীগের কার্যসমূহের সমন্বয় করবে এবং নিজ নিজ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মাসিক রিপোর্ট পেশ করবে। প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় কমিটির সভাতে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং কর্ম-তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এইভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' সংক্রান্ত দায়িত্ব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলতে থাকলে অবশ্যই আমাদের রূহানী প্রচেষ্টা খোদাতা'লার 'ফজল' দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সাফল্যের রাজ-পথে অগ্রসর হতে থাকবে। (ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিবাহ সাদীর ব্যাপারে আহমদীয়াত তথা ইসলামের নির্দেশ ঃ

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিবাহ-সাদীর ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে কতগুলো ইতিবাচক ও কতগুলো নেতিবাচক নির্দেশ। মাত্র কয়েকটি নির্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম নির্দেশ হলো এই যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন :—

"কতকলোক কন্যার রূপ লালসার জন্য বিবাহ করে, কতক কন্যার বংশের লোভে বিবাহ করে এবং আর কতক তার সম্পদের জন্য বিবাহ করে। কিন্তু তোমাদের উচিত একজন ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করা।"

আমাদের জামাতে বিবাহ-সাদী সমস্যা দিনের পর দিন যেরূপ জটিল হচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে রসুল করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদিসটি পুরোপুরিভাবে আমরা আমল করিতেছি না। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করেও এতটুকু বলা যায় যে, আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের নফসকে জিজ্ঞাসা করি, এর উত্তর আমরা নিজেরাই খুঁজে পাব।

দ্বিতীয় নির্দেশ হলো, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) গয়ের আহমদীগণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ১৯২০ সালে কাদিয়ানের সালানা জলসায় যে খোৎবা দিয়েছিলেন তার বিশেষ বিশেষ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :—

"পঞ্চম যে কথাটি এই যুগে আমাদের জন্য খুবই জরুরী তা হচ্ছে গয়ের আহমদীদের সংগে মেয়ের বিবাহ না দেওয়া। যে ব্যক্তি গায়ের আহমদীর নিকট মেয়ের বিবাহ দেয়, সে নিশ্চয়ই হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে বুঝে না এবং আহমদীয়াত কি জিনিষ তাও জানে না। তোমরা তো জাতিতে আহমদী হয়ে গেছ। এখনতো আহমদীয়াতই তোমাদের জাতি, আহমদীয়াতই তোমাদের পরিচয় ও তোমাদের বংশ মর্যাদা। তাহলে আহমদীদের ত্যাগ করে গায়ের আহমদীদের মধ্যে কেন জাতি খুঁজে বেড়াও? মোমেনেরতো ইহাই কর্তব্য যে, যখন সত্যের আবির্ভাব হয় তখন সে মিথ্যাকে বিসর্জন করে।"

"হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, গায়ের আহমদীদেরকে মেয়ে দেওয়া গুনাহ। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যখন মেয়ে দেওয়া গুনাহ্ ঘোষণা করেছেন, তখন তোমরা কিরূপে তা দিয়ে থাক? কিন্তু এইরূপ ব্যক্তি রয়েছে যারা মেয়ে দেয় এবং অদ্ভুত সব ওজর আপত্তি দাঁড় করিয়ে দেয়। কেহ কেহ বলে যে, ওয়াদা করেছিলাম এবং তা পূর্ণ করা জরুরী ছিল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যদি কেহ

মন্দিরের মূর্ত্তির সামনে সেজদা করার ওয়াদা করে থাকে, তাই বলে কি ঐ ওয়াদা পূর্ণ করা জরুরী? যদি তা না হয়, তাহলে তোমাদের এই জাতীয় ওয়াদা পূর্ণ করার কি অর্থ থাকতে পারে?"

"অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এইরূপ যে, তাদের হৃদয় যখন কোন কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় তখন তারা নানা বাহানা দাঁড় করিয়ে থাকে এবং যে কাজ করতে তারা চায় না, যদিও সে কাজ খুবই জরুরী, তথাপি তারা তা করে না। গায়ের আহমদীদেরকে মেয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের নফছের তাবেদারী করা নিশ্চয়ই উচিত নয়। বরং সর্ব অবস্থায় তোমাদের উচিৎ যে, তোমরা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আদেশ পালন কর।"

গায়ের আহমদীগণের সংগে আমাদের বিবাহসাদী সুস্পষ্ট-ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও আমরা কেউ কেউ দুর্ভাগ্যবশতঃ সেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হই। আমাদের বিবাহ-সাদী সমস্যার মূলে এটাও একটি বিশেষ কারণ।

বিবাহ-সাদী সম্বন্ধে তৃতীয় নির্দেশ হলো, বিবাহ ব্যয় বাহুল্য না করা। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে অনেকেই ব্যয়-বাহুল্য করে থাকে। তন্মধ্যে খাদ্য বিতরণ, আতশবাজী পোড়ানো, নাচ, গান ও ভোজের আয়োজন ইত্যাদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সকল প্রকার বাজে খরচকে হারাম বলেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :—

"আমাদের কওমের মধ্যে ইহা এক মন্দ প্রথা যে, বিবাহ উপলক্ষে শত শত টাকা খরচ করা হয়। স্মরণ রাখিও যে, লোক দেখানোর জন্য বড়াই করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা, ইহার আদান প্রদান ও খাওয়া উভয়ই শরীয়ত অনুযায়ী হারাম। আতশবাজী, বাইজী, বেড়ুয়া, ডোম বাদকদের উপর খরচ করা সমস্তই শক্ত হারাম। এতে অযথা টাকা খরচ এবং পাপ মাথার উপর চাপে।"

বিবাহ-সাদীর ব্যাপারে ইসলামের চতুর্থ নির্দেশ হলো এই যে, পাত্রীর বাড়ীতে বিবাহ ভোজ নিষিদ্ধ। পাত্রপক্ষ যদি দূর থেকে আসে, তাহলে বিনা দাওয়াতে, বিনা ঘটা বা চুক্তিতে যে রূপ মুসাফেরকে অভ্যর্থনা করা হয় সেরূপ তাদেরকে আহার্য্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ উপলক্ষে পাত্র পক্ষ ভোজের দাবী করলে, তা বেদাত হবে। পক্ষান্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন, "শরীয়তে কেবল এতটুকু আদেশ আছে যে, পাত্র ওলিমা করবে; অর্থাৎ কয়েকজন বন্ধুকে আহার করাবে।"

পঞ্চম নির্দেশ হচ্ছে, ইসলামে বরপণ প্রথা বলে কিছু নেই। কন্যা পক্ষের নিকট পাত্র পক্ষের কোন দাবী আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে এবং তাঁর রসুল কোন হাদিসে স্বীকার করেননি। আল্লাহতায়ালা কন্যার পিতার উপর একটি দাবী রাখেন ও কন্যার স্বামীর নিকট থেকে দুটি দাবী রাখেন। সুরা বাকারা ও নেসা অনুযায়ী দাবী গুলি হচ্ছে :—

"বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত পিতার উপর মেয়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। বিবাহের সময় থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং বিবাহের সময় মেয়েকে দেন মোহর ও যৌতুক দেওয়ার দায়িত্বও স্বামীর উপর।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষের নিকট টাকা-পয়সা, অলংকার ও তৈজষপত্রাদির বড় বড় দাবী আদায় করে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সকল প্রকার গ্লানি ও ভ্রান্তি এবং বেদাত দূর করতে এসেছেন। এতএব ইলাহি সেলসেলার সদস্য হিসাবে আমাদেরকে এ সকল বেদাত ও রুছম ও রেওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। কেননা এ সকল বেদাত ও রুছম-রেওয়াজ আমাদের বিবাহ সমস্যাকে অধিক জটিল করে তুলেছে।

এই সকল বেদাতকে লক্ষ্য করে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) ১৯৬৭ সালের কোন এক খোৎবায় বলেছেন :—

"নীতিগত ভাবে প্রত্যেক পরিবারকে আমি এ কথা জানাতে চাই যে, আমি প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে উহার পরিজনদিগকে সম্বোধন করে কদাচারের বিরুদ্ধে জেহাদের এলান করছি। আজকের তারিখ থেকে যে আহমদী পরিবার এ সকল বিষয় থেকে পরহেজ না করবে, সেই পরিবার যেন ইহা স্মরণ রাখে যে, খোদা ও তাঁর রসুল এবং তাঁর জামাত তাদের কোনই পরওয়া করে না এবং তাদেরকে জামাত থেকে ঠিক সেভাবে নিক্ষেপ করা হবে, যেভাবে দুগ্ধে পতিত মাছিকে তুলে ফেলে দেওয়া হয়। অতএব আযাব রুদ্র মূর্তিতে আপনাদের উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন। এবং খোদাকে ভয় করুন এবং সে দিনের আযাব থেকে বাঁচুন, যে দিনের এক মুহূর্তের আযাবও সমস্ত জীবনের সম্ভোগের মোকাবেলায় এরূপ যে, উহার জন্য ঐ সমস্ত আনন্দ ও জীবন কোরবানী দিয়ে বাঁচতে পারলেও এই সওদা মহার্ঘ নয়, বরং সস্তা।"

পরিশেষে শেরেক, বেদাত ইত্যাদি সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি অমৃত বাণী উদ্ধৃত করে বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করা হলো। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেছেন :—

"বর্তমান জামানা অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন রকম শেরেক, বেদাত এবং আরও বহু গ্লানির সৃষ্টি হইয়াছে। বয়েত গ্রহণের সময় যে অঙ্গীকার করা হয় "দীনকে পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিব"—ইহা বস্তুতঃ খোদার সমীপে অংগীকার, যাহার উপর মৃত্যু পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কায়েম থাকা উচিৎ। অন্যথা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে বয়েত করে নাই। যদি সে উহাতে কায়েম থাকে, তাহাহইলে আল্লাহতায়ালা তাহার দীন এবং দুনিয়া উভয়ে বরকত দান করিবেন। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন কর। যামানা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। ঐশী ক্রোধানল বর্ষণউন্মুখ ও প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবে, সে নিজ প্রাণ ও পরিবার এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে।"

—নজির আহমদ ভুঁইয়া

কলেমার প্রেমে

(পাকিস্তানে কলেমার জন্য নির্যাতিত আহমদীদের উদ্দেশ্যে)

মরুভূমির তপ্ত বালুকায় বুকে পাথর চাপা
এক কলেমা প্রেমিক সৈয়দেনা হযরত বেলাল (রাঃ)
রক্তাক্ত দেহ, হস্তপদ কঠিন বাধনে বাঁধা !
চারিদিকে পাশবিক উল্লাসে, মত্ত জাহেলের দল
লাঠি সোটা, তীর বল্লম, কঠিন প্রস্তর হাতে প্রস্তুত
কলেমা ছাড় ! নতুবা এখনই করব জীবন সংহার,
এরই মাঝে স্বর্গীয় প্রশান্তি বুকে নিয়ে সে প্রেমিক
কলেমা তৌহিদ উচ্চারনে রত, ভয় ভীতিহীন !
আহা একি অপূর্ব প্রেম, এক স্বর্গীয় প্রশান্তি !

ইসলামের ইতিহাস উজ্জল করা সে কাহিনী
আজও তাজা করে শত মোমেনের প্রাণ !
আজ আবার দেখি সেই একই বর্বর দৃশ্য—
কলেমার জন্য লাঞ্ছিত হয় লক্ষ মানুষ।
সভ্য জগতে ধর্মের নামে এ কোন্ জাহেলিয়াত ?
মুছে ফেল কলেমা তোমার গৃহ থেকে, নতুবা
জ্বালিয়ে দেব তোমার গৃহ, তোমার আশ্রয়,
বন্ধ কর কলেমা উচ্চারণ, নতুবা হত্যা করব,
সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে জেলে দেব, করব লাঞ্ছিত !
কিন্তু একি অপূর্ব দৃশ্য ! কোন্ সে কলেমা প্রেমিক আজ
বেলালের পথ ধরে রক্তাক্ত দেহে মুখে প্রেমিকের হাসি,
বুকে বাঁধা কলেমার ব্যাজ—হৃদয়ে কলেমা গাঁথা !
কোন্ কলেমা কেড়ে নেবে জালিমের দল—
বুকে আঁটা ব্যাজ, নাকী অন্তরে আঁকা তৌহীদ-বাণী ? !

ধিক্, শত ধিক্ তোমাদের হে অন্ধ জালিমের দল,
দেখেও দেখনা কারা আজ কলেমার ধারক বাহক।
কাঁরা মাথা পেতে দেয় শাণিত কৃপাণের নীচে ?
কাঁর মুখে স্বর্গীয় হাসি শত লাঞ্ছনার মাঝে ?
কি অমৃত স্বাদ পেয়েছে তারা এই তৌহীদ মন্ত্রে
যার কাছে তুচ্ছ এ জীবন' ধন মান সন্তান সম্ভ্রম !
এঁরাইত 'নও-বেলাল' আজি, মাহদীর লস্কর
হাসি মুখে করবে শাহাদত বরণ অথবা
গাজী হয়ে বেঁচে থাকবে সেই বেলালের মত
কণ্ঠে ধ্বনিত হবে সেই অমৃত তৌহীদ-বাণী
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ !

—মোঃ আখতারুজ্জামান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসা উদযাপিত

মহান করুণাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬২তম সালানা জলসা ৪নং বক্সী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে অত্যন্ত শান্তি ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিগত ১, ২ ও ৩রা মার্চ, ১৯৮৫ তারিখে রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার অভূতপূর্ব সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় আড়াই হাজার আহমদী ভ্রাতা ও ২০০ শত জেরে তবলিগ অ-আহমদী ভ্রাতা এই আধ্যাত্মিক জলসায় যোগদান করেন। তিনদিন ব্যাপী জলসার ৫টি মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ও বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন যথাক্রমে শনিবার ও রবিবার সকাল ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত মসজিদে এবং জলসাগাহে অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত বৎসরগুলির মত এই বারেও আল্লাহতায়ালার ফজলে হুজুর (আইঃ) কর্তৃক মনোনীত ওফদ এই জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য তসরীফ আনেন। আগত ওফদের প্রধান ছিলেন মোহতারম চৌধুরী আনোয়ার হোসেন সাহেব, এডভোকেট (ও আমীর, জিলা শেখুপুরা পাঞ্জাব) এবং মোহতারম চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব (ওয়াকিলুল মাল আওয়াল, তাহরীকে জাদীদ আঃ আঃ রাবওয়া) ও মোহতারম মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ সাহেব (নায়েব সদর, মঃ খোঃ আঃ মরকজীয়া এবং প্রফেসার জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়া)।

পহেলা মার্চ শুক্রবার জুমা'র নামাজ পড়ান মরকজ হইতে আগত ওফদের আমীর মোহতারম চৌধুরী আনোয়ার হোসেন সাহেব। খোৎবায় তিনি বর্তমানে পাকিস্তানে আহমদীদের প্রতি সরকার ও কতিপয় মোল্লাদের আচরণ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সারগর্ভ হেদায়েত প্রদান করেন।

তারপর বেলা ২-০০ টা হইতে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর-১ মোহতারম ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনী মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব তেলাওয়াতে-কোরআন-পাক করেন এবং মরকজের নোমায়েন্দা মোহতারম চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব নজম পেশ করেন। অতঃপর জলসায় আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ও অধিবেশনের সভাপতি মোহতারম ভিজির আলী সাহেব। ইহার পর হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী/৮৫ লণ্ডনস্থ ফজল মসজিদে মজলিসে এরফানের পর বিশ্বের আহমদীদের উদ্দেশ্য করিয়া যে বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন উহার

বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনান এ, টি, এম, হক সাহেব। তারপর মোহতারম নাজের সাহেব ইসলাহ ও ইরশাদ, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া কর্তৃক প্রেরিত পয়গামের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনান মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী। এই জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। প্রথমতঃ তিনি জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য ও জামাতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদের কর্তব্য নিজেই আহবাবে জামাতের খেদমতে পেশ করেন। অতঃপর তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করে শুনায় এই খাকসার (এ, কে, রেজাউল করিম, সেক্রেটারী ফাইনান্স)।

উদ্বোধনী ভাষণের পর "বিশ্বধর্ম এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), ইসলামী খেলাফত, পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যত বাণী সমূহ পূর্ণতার আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ"—এই চারটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী), প্রফেসর আবদুল লতিফ খান সাহেব, মোহতারম আলহাজ্ব চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব ও জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেব। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ছিলেন জনাব এ, টি এম, হক সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

২রা মার্চ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন করীম তেলাওয়াত করেন মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুরুব্বী, এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (ঘাটুরা)। তারপর "কোরআনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব, নামাজ ও দোওয়ার গুরুত্ব, হযরত ঈসা (আঃ) এর ওফাত ও ইসলামী তালিম ও তরবিয়তের গুরুত্ব" সম্পর্কে ঈমান বর্ধক বক্তৃতা দান করেন যথাক্রমে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নায়েমে আলা আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, জামাতের সদর মুরুব্বী মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং পটুয়াখালী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুতিউর রহমান সাহেব। এই অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন আহমদনগর আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

জলসার তৃতীয় অধিবেশনে একই দিন ২রা মার্চ রোজ শনিবার বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-০০ মিঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম গোলাম আহমদ খান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কোরআন করিম তেলাওয়াত করেন মোহতারম চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব। স্ব রচিত নযম পাঠ করে শুনান মৌলানা মোঃ সলিমুল্লাহ সাহেব। তারপর দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যত বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (অবসরপ্রাপ্ত মুরুব্বী)। "ঈমানের

পরীক্ষা, ইস্তেকামত ও ঐশী নিদর্শনাবলী" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মোহতারম মৌলনা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, (সদর মুরুব্বী) এবং "ইসলাম ও বিবেকের স্বাধীনতা"র সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ঢাকা জামাতের আমীর মোহতারম জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব।

কলেমা ও উহার মাহাত্ম সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন মোহতারম মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ সাহেব এবং ইসলামের অর্থনীতির ব্যবস্থা ও অসিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী অসিয়ত ও তালিমুল কোরআন, আলহাজ্ব তবারক আলী সাহেব। এই অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী তাহরীকে জদীদ জনাব নাজমুল হক সাহেব।

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

জলসার চতুর্থ অধিবেশন ৩রা মার্চ/৮৫ রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকা জামাতের আমীর ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর-২, মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কোরআন করিম তেলাওয়াত করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ও নজম পাঠ করে শুনান মোহতারম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব। অতঃপর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা (তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতার আলোকে) এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মোহতারম গোলাম আহমদ খান সাহেব। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ইলমে কালামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মৌলানা চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব। বাইবেলের আলোকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব মযহারুল হক সাহেব, সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ। অতঃপর ইসলাম ও বিশ্বশান্তি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। এই অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন মোহতারম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

৫ম অধিবেশন ঃ

জলসার ৫ম ও সমাপ্তি অধিবেশন ৩রা মার্চ রোজ রবিবার বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নায়েমে আলা মোহতারম আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কোরআন করীম তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের ও নযম পাঠ করে শুনান মৌঃ মোহাঃ সলিমুল্লাহ, সাহেব, সদর মোয়াল্লেম। অতঃপর আহমদীয়া জামাত ও ইসলামের

বিশ্ব-বিজয় সম্পর্কে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশন্যাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, মোহাম্মদী নবুয়তের কামালিয়ত ও কল্যাণ প্রবহমাণতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মোহতারম মির্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ সাহেব, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এলজামসমূহ খণ্ডন করিয়া বক্তৃতা করেন ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও সর্বশেষে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ (হাকিকুল একীনের আলোকে)-এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মোহতারম চৌধুরী আনোয়ার হোসেন সাহেব, এডভোকেট।

তিনদিন ব্যাপী এই জলসার সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি আহবাবে জামাতের খেদমতে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দোওয়ার গুরুত্ব ও দাওয়াত ইলাল্লাহর পবিত্র কার্যে ব্রতি হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তারপর খাকসার বন্ধুগণের পক্ষ হইতে প্রেরিত দোওয়ার আবেদন সমূহ পাঠ ও জলসায় আগত মেহমানের খেদমতে সকলের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। প্রতিকুল পরিস্থিতি ও মেহমানদের অনেক অসুবিধা সত্বেও অভূত সাফল্য, ধৈর্য ও শৃংখলার যে অভূতপূর্ব ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয় তার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়। তেমনি প্রশাসনের প্রতি তাহাদের আইন-শৃংখলা বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়। এই অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। অনুষ্ঠানসূচীর শেষভাগে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হৃদয়গ্রাহী দোওয়ার মাধ্যমে এবারের সালানা জলসার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, এবারের সালানা জলসায় নয় জন ভ্রাতা বয়েত করেন আলহামদুলিল্লাহ। এই নতুন বয়াতকারীগণ ঈমানের তরক্কি এবং ইসলামের সেবায় সর্বপ্রকার কোরাবানী করার তৌফিক লাভের জন্য সকলেই দোওয়া করিবেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৎসর পরলোকগমনকারী নিম্নেবর্ণিত বন্ধুদের নামাজ জানাজা গায়েব পড়ান হয়: হযরত সাহেবজাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব, মোহতারম বদরুদ্দীন আহমদ (এডভোকেট, রংপুর), জনাব রইস উদ্দীন খান (কুলিয়াচর), জনাব বজলুর রহমান ভুইয়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), জনাব হেলাল আহমদ (সিলেট)।

১টি বিবাহ পড়ান হয়, বিবাহ পড়ান জামাতের সদর মুরুব্বী মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

—এ কে রেজাউল করিম
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি

সংবাদ

পাকিস্তানে কলেমা বিধ্বংসী কার্যকলাপ এবং কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ

ইংরেজী পত্রিকা দৈনিক 'ডন' (করাচী):

লাহোর, ফেব্রুয়ারী ১২—জনাব এইজাজ আহসান, মেম্বার, পাকিস্তান বার কাউন্সিল বলেছেন, একজন মুসলিমের পক্ষে, যে কোনও স্থান হতেই হোক না কেন, 'কলেমা তৈয়বা'-কে মুছে ফেলার মত জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে!?

তিনি আরও বলেন, এরূপ ঘৃণ্য কাজ, ইসলামের শিক্ষার ও নীতি-মালার সম্পূর্ণ বিপরীত। পাঞ্জাব সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সম্বন্ধে যে নির্দেশ জারি করেছেন, তা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত গ্যারান্টির (নিশ্চয়তার)ও বরখেলাপ। সকল পাকিস্তানী নাগরিকের সমান অধিকার ও স্বধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, হীনমনা ধর্মোৎসাহীদের গোড়ামী ও ধর্মান্ধতা সর্ব-প্রযত্নে পরিহার করা উচিত। এই পাগলামীতে সরকারের জড়ায়ে পড়া কোনও মতেই ঠিক নয়।

ইংরেজী পত্রিকা দৈনিক 'ডন' (করাচী):

লাহোর, ফেব্রুয়ারী ১৩—ফয়সালাবাদের সেশন জজ ২২ জন কলেমা-ব্যাজ ধারী আহমদীকে জামিন দিয়েছেন। তাদেক ২৯৮ 'গ' ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। দরখাস্তকারীদের পক্ষে উকিল সাহেব বলেন, কলেমা তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। ইহা ২৯৮ গ ধারার আওতায় পড়ে না। কলেমা ব্যাজ বুকে ধারণ করলে ইহা কোন ব্যক্তির ক্ষেপবার কারণ হতে পারে না। শুনানীর পর প্রতিজনের জন্য ১০,০০০ টাকার জামানতে, তারা হাজতবাস হতে মুক্তি পায়।

সেদিনই আবার ফয়সালাবাদ পুলিশ বুকে কলেমা ব্যাজ ধারণের জন্য বিকালে আরো ৬ জনকে গ্রেফতার করে। ['দৈনিক 'ডন' (করাচী) ১৪ই ফেব্রুয়ারী '৮৫]

অনুবাদ ঃ জনাব মকবুল আহমদ খান

আহমদীয়া মসজিদ ও অন্যান্য স্থান হইতে কলেমা মুছা

১। রাওয়ালপিণ্ডি ঃ

৩১/১২/৮৪ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের আমীর জামাত আহমদীয়া রাওয়ালপিণ্ডি-কে এই মর্মে নোটিশ জারি করে যে, "ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে আহমদীরা তাহাদের মারি রোডস্থ মসজিদে কলেমা তৈয়বা লিখিয়া রাখিয়াছে। কাদিয়ানীদের নামাজগাহে এই প্রকার লেখা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"। অতএব জামাতের আমীরকে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের মসজিদে খোদিত কলেমা মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই নোটিশ রাওয়ালপিণ্ডির সিনিয়ার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ রাওয়ালপিণ্ডি জামাতের আমীরের নিকট জারি করে।

অর্ডিনেনসের মধ্যে কোথাও আহমদীরা মসজিদ কিম্বা অন্যস্থানে কলেমা লিখিত থাকিতে পারিবে না এরূপ নিষেধ অন্তর্ভুক্ত নাই। এই নোটিশ পাকিস্তানের আইন লঙ্ঘনকারী।

লাহোর ঃ— পাঞ্জাব সরকার সকল কমিশনার ও পুলিশ অফিসারকে আহমদীদের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য সার্কুলার মাধ্যমে নির্দেশ দিয়াছে। কারণ (হজরত) মির্যা তাহের আহমদ (সাহেব) তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, যেখানেই কলেমা মুছিয়া ফেলা হয়, সেখানেই পুনর্বার কলেমা লিখিয়া দাও।

ঝং ঃ—৯/১/৮৫ তারিখে সহকারী কমিশনার এবং ডি, এস, পি আমাদের কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অফিসে ডাকিয়া নিয়া যায় এবং তাহাদিগকে নির্দেশ দেয় আমাদের মসজিদ হইতে কলেমা মুছিয়া ফেলার জন্য। আমাদের কর্মকর্তাবৃন্দ, ইহাতে অস্বীকৃতি জানান। তাহারা বলে যে, এই কর্মটী তাহারা জেলা সদর অর্থাৎ রাবওয়া হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য স্থানে চালাইয়া যাইবে (এখন পর্যন্ত কোন কিছু ঘটে নাই)।

গোজরা ঃ— ৭/১/৮৫ তারিখে পুলিশ আমাদের মসজিদের বাহিরের দিকে লেখা কলেমা মুছিয়া ফেলে যাহা ১/১/৮৫ তারিখে পুনর্লিখন করা হইয়াছিল, ৮/১/৮৫ তারিখে পুলিশের অফিসার ইন-চার্জ স্বসস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়া কলেমা মুছিয়া দেয়। আমাদের কর্তব্যরত খোদ্দাম এই বে আইনী কাজের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। পুলিশ চলিয়া যাওয়ার পর আবার কলেমা লিখিয়া রাখে। ৯/১/৮৫ তারিখে সহকারী কমিশনার পুলিশ অফিসার ইন-চার্জসহ পুলিশ বাহীনি নিয়া আমাদের মসজিদ পরিদর্শন করে এবং কলেমা মুছিয়া দেয়। সময় ও সুযোগমত আবার কলেমা লিখিয়া দেওয়া হইবে।

গুজরানওয়ালা ঃ ৩১/১২/৮৪ তারিখে আমাদের মসজিদ হইতে পুলিশ কলেমা মুছিয়া দেয়। উহা তৃতীয় বারের মত লিখা হইয়াছিল। সময় ও সুযোগমত এই কলেমা আবার লিখা হইবে।

গুজরানওয়ালা ঃ ৮/১/৮৫ তারিখে ষষ্ঠবারের মত কর্তৃপক্ষ আমাদের মসজিদ হইতে কলেমা মুছিয়া ফেলার পর পুলিশ ২৪ ঘণ্টার জন্য পাহাড়া লাগইয়াছে যেন আমাদের খোদ্দামরা পুনরায় ইহা লিখিতে না পারে। দেওবন্দী শিয়া ও আহলে হাদীস মৌলভীগণ সরকারীভাবে কলেমা মুছার কর্মটির তীব্র নিন্দা করিয়াছে।

গুজরানওয়ালা ঃ এস্থানের ডি, আই, জি. আমাদের জামাতের প্রতিনিধিগণকে ডাকিয়া আমাদের মসজিদ হইতে সরকারের এই কলেমা মুছার অভিযানে রাজি হইয়া নিজেরা স্বইচ্ছায় এই কাজটী করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। তিনি বলেন যে তিনি নিজে এই কর্মটির বিরোধী কিন্তু তিনি উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের আদেশ মানিতে বাধ্য। আমাদের সদস্যগণ তাহাদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।

পাকিস্তানে কলেমা মুছার ও কলেমা পুণর্লিখনের দৃশ্য

A Policeman named 'Ashraf' is seen erasing the inscription of Kalima on the mosque, with black paint in the night between 15th and 16th January '85.

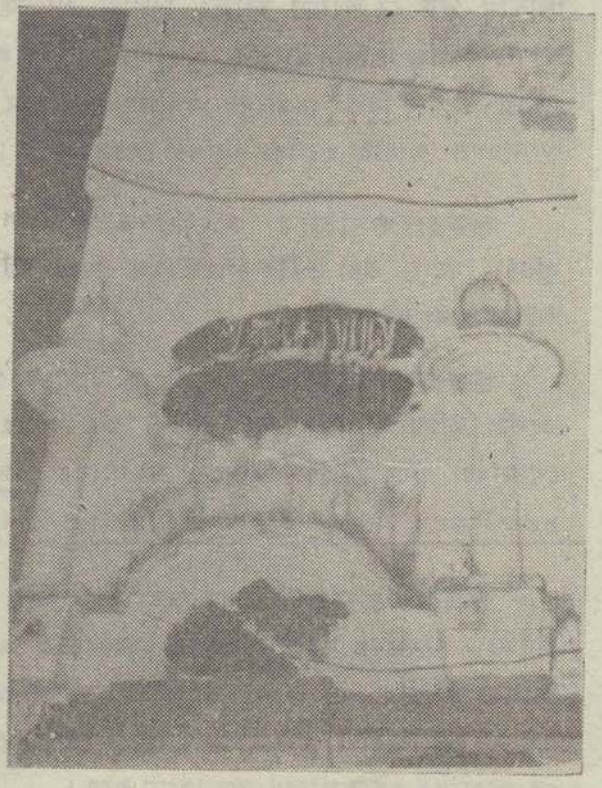

On 13. 1. 85 Kalima is inscribed again by Ahmdis after it was erased by the Police.

ঝাবওয়া ঃ ২৩/১২/৮৪ তারিখে অপরাহ্নে ঝং জিলার এস, পি, চিনিয়টের ডি,এস,পি,কে সঙ্গে নিয়া ঝাবওয়া শহরের 'কলেমা' লিখিত স্থানগুলি পরিদর্শন করে। ধারণা করা হয় যে, মৌলবীদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাহারা এরূপ করিয়াছে। পরে সন্ধ্যায় আল্লাহ ইয়ার আরশাদ এর নেতৃত্বে মোল্লাদের এক প্রতিতিনিধি দল উক্ত অফিসারদ্বয়ের সঙ্গে রেষ্ট হাউসে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া দাবী উত্থাপন করে যে 'কলেমা' মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

লাহোর ঃ পাকিস্তান সরকারের আইন ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সকল ডিপুটি কমিশনারদের এই মর্মে আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, আহমদীগণকে তাহাদের নামাজের স্থানগুলি হইতে 'কলেমা' মুছিয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়া হোক। যদি আহমদীগণ এই কাজ করিতে ব্যর্থতা প্রকাশ করে তবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ইহা মুছিয়া ফেলিতে বলা হউক। যদি আহমদীরা পুনরায় 'কলেমা' লিখে তবে তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

(লণ্ডন বুলেটিন হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : জনাব এ, টি এম, হক

আহা ! সাহেবজাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব আর ইহজগতে নাই !!

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাইতেছে যে, সাহেবজাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব (বার-এট-ল) বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৮৫ ইং করাচীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি তাঁহার বেগম সাহেবাসহ বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রথম বারের মত জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে ঢাকায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধব এবং জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে করাচী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক ইন্তেকালের সংবাদে এখানকার সকলই অত্যন্ত মর্মাহত ও শোকাভিভূত হন। ১লা মার্চ তারিখে লণ্ডনে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) মরহুমের নামাজ জানাযা গায়েব আদায় করেন এবং একই দিন জুময়ার নামাজের পর ঢাকায়ও তাঁহার নামাজ জানাজা আদায় করা হয়। জুময়ার নামাজের পূর্বে খোৎবায় তাঁহার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া জামাতের বন্ধুদের নিকট তাঁহার দারাজাত বুলন্দির জন্য দোওয়ার এলান করা হয় এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। আল্লাহতায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চস্থানের অধিকারী করুন এবং শোকাহত পরিবারের সকলকে ধৈর্যধারণের তৌফিক দিন ও তাঁহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

শোক সভা

গত ২৫/২/৮৫ ইং রোজ সোমবার বাদ মাগরীব নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে মরহুম মীর্জা জাফর আহমদ সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এক শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মুনশী আবদুল খালেক সাহেব। সভায় মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। আল্লাহতায়ালা তাঁর পরিবার-পরিজনকে এই শোক সহ্য করার তৌফিক দান করুন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ইজতেমায়ী দোওয়া করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে মোসলেহ মওউদ দিবস পালিত

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার, নারায়ণগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে আল্লাহতায়ালার ফজলে সফলতার সাথে মোসলেহ মওউদ দিবস পালন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের উপর বক্তব্য রাখেন মৌলভী আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব রফিউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব দরবেশ ওসমান আলী সাহেব, জনাব এ. টি, এম শফিকুল ইসলাম সাহেব, চৌধুরী মোঃ হাফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করে এই খাকসার (মইনউদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ)

শুভ বিবাহ

১। বিগত ৮/২/৮৫ ইং চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব সৈয়দ শামসুল হুদা সাহেবের কন্যা মোসাম্মাত সৈয়দা মেহেরুন্নেসার সহিত চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেবের পুত্র সৈয়দ আহমদ হাসানের শুভবিবাহ দশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

২। বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ৮৫ ইং চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব লুৎফুল হক সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা মোসাম্মাৎ খালেদা নুসরাত-এর সহিত ঢাকা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র কবির নেওয়াজ আবদুল্লাহর শুভ বিবাহ বিশ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে ঢাকায় দারুত তবলীগ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

৩। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২য় দিবস ২রা মার্চ, '৮৫, জলসাগাহে চানতারা (টাঙ্গাইল) জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মাষ্টার আবু বকর আখন্দের ভাগ্নী মোসাম্মাত ফিরোজা বেগমের সহিত শরিষাবাড়ী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব তাফাজ্জুল হুসেন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব মুতিউর রহমানের শুভ-বিবাহ সাত হাজার পাঁচশত টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত প্রতিটি বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উল্লিখিত বিবাহ সমূহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সবিশেষ দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছি।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মানা করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar